Assam Legislative Assembly Debates

OFFICIAL REPORT

FIRST SESSION OF THE ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED AFTER THE SEVENTH GENERAL ELECTIONS UNDER THE SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLICAN CONSTITUTION OF INDIA

BUDGET SESSION

VOL. I

No.4

The 24th March 1983

1985

PRINTED AT THE ASSAM GOVERNMENT PRESS,

GUWAHATI

DEBATE OF THE ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY, 1983

(First Session)

Volume—I

No. 4

Dated, the 24th March, 1983

Contents

Page

1. Government resolution ... ... 130—131

2. Motion ... ... 131—132

3. Debate on Governor's Address ... ... 132—174

4. Adjournment 174

Proceeding of the Budget Session of the Assam Legislative Assembly assembled after the seventh General Election under Sovereign Democratic Republican Constitution of India.

The House met in the Assembly Chamber, Dispur, Gauhati on Thursday, the 24th March, 1983 with the Hon'ble Speaker in the Chair, 12 (twelve) Ministers, 1 (one) Minister of State and 93 (ninety three) Members present.

GOVERNMENT RESOLUTION

Mr. SPEAKER : Item No. 1. Shri Rameswar Dhanowar to move.

Shri RAMESWAR DHANOWAR (Minister) : Hon'ble Speaker Sir, I beg to move the following resolution :

Whereas in view of growing unemployment situation in the State of Assam, the preceding Assam Legislative Assembly felt the necessity of a Committee of the House to review the employment position of the people of the State in the various public and private sector industries and undertaking in the State of Assam from time to time and for improving the relationship between the people and the various public sector and private sector and

Whereas such committee having been constituted with nine members of the Assembly, ten reports submitted on the subject during the term of fourth, fifth and sixth Assemblies proved to be of immense benefit to the interest of the people of Assam, and

Whereas this Assembly the and necessity of having such a committee to work in continuity for the same purpose with a view to further the interest of the people of the State in the matter of employment, this Assembly do now resolve that a committee of the House known as employment Review Committee be constituted with nine members of the Assembly.

The duration of the Committee will be co-terminus with the life of the Seventh Assembly and the members of the Committee will be nominated by the Hon'ble Speaker. The Speaker shall also appoint the Chairman of the Committee from amongst the nominated members.

Mr. Speaker : Now I put the resolution before the august House. Whereas in view of growing unemployment situation in the State of Assam, the preceding Assam Legislative Assembly felt the necessity of a Committee of the House to review the employment position of the people of the State in the various public and private sector industries and undertakings in the State of Assam from time to time and for improving the relationship between the people and the various public sector and private sector industries and undertakings ; and

Whereas such committee having been constituted with nine members of the Assembly, ten reports submitted on the subject during the term of fourth, fifth and sixth Assemblies proved to be of immense benefit to the interest of the people of Assam ; and

Whereas this Assembly feels the necessity of having such a committee to work in continuity for the same purpose with a view to further the interest of the people of theState in the matter of employment, this Assembly do now resolve that a committee of the House known as Employment Review Committee be constituted with nine members of the Assembly

The duration of the Committee will be co-terminus with the life the Seventh Assembly and the members of the Committee will be nominated by the Hon'ble Speaker. The Speaker shall also appoint the Chairman of the Committee from amongst the nominated members.

(The motion is adopted)

Item No.2. Shri Ranendra Narayan Basumatari, Minister Agriculture to move:

MOTION

Shri Ranendra Narayan Basumatari, (Minister) : Sir, I beg to move—

That this Assembly proceed hereby to elect 3 members of the Assam Legislative Assembly from amongst themselves to be members of the Assam Agricultural University Board of Management under Section 10(2) (g) of the Assam Agricultural University Act, 1968.

The vacancy has arisen due to the dissolution of the 6th Assam Assembly with effect from 19th March 1982. The members of the Assam Legislative Assembly may act as members of the Board of Management of the Assam Agricultural University for a term of 5 years.

Mr. Speaker : Now I put the motion before the House.

That this Asscmbly proceed hereby to elect 3 members of the Assam Legislative Assembly from amongst themselves to be members of the Assam Agricultural University Board of Management under Section 10(2) (g) of the Assam Agricultural University Act, 1968.

The vacancy has arisen due to the dissolution of the 6th Assam Assembly with effect from 19th March 1982. The members of the Assam Legislative Assembly may act as members of the Board of Management of the Assam Agricultural University for a term of 5 years,

(The motion is adopted)

The Secretary will notify the date, time and place for holding the election, if necessary.

Item No. 3. Hon'ble member Afzalur Rahman :

DEBATES ON GOVERNOR'S ADDRESS

*শ্রীআফজালুর রহমান——অধ্যক্ষ মহোদয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক যাঁরা নিরাপত্তার অভাবে বা অন্যান্য কারণে গৌহাটী বা জোরহাট ইত্যাদি শহরে কলেজে পড়াশুনা করতে পারেনা তাদের জন্য গ্রামাঞ্চলে কলেজ খোলার জন্য বিগত তিন বৎসর চেষ্টা করেও পারমিশন পেলামনা।

(ভয়েস বুঝতে পারলামনা)

বুঝতে না পারেন বুঝতে চেষ্টা করুন।

মহোদয়, আমি এই কলেজগুলি খোলার ব্যাপারে পারমিশন যাতে পাই তার জন্য রাজ্যপালকে ধরেছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম যে আপনি তো ইউনিভার্সিটির চেন্সলার, সেই হিসাবে আপনি একটু হস্তক্ষেপ করে দেখুন না কি হয়। তিনি বললেন যে ইউনিভার্সিটির কোনও এক্তিয়ার নাই। পারমিশন দেবে সরকার। এই প্রস্তাবিত কলেজটা আমাদের বিত্তমন্ত্রী মহোদয়ের সমষ্টিতে। আমাদের রাজ্যপাল মহাশয় এমনভাবে আমাদের বললেন যেন কলেজের পারমিশন হয়ে যাবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হয়নি এবং করে যে হবে তা আমি বলতে পারবনা। অবশ্য আজ আমি এই ব্যাপারে এই শিশু সরকারকে কোনও দোষ দিচ্ছিনা। এই সরকারতো মাত্র ক'দিন হলো ক্ষমতায় এসেছে। দুঃখের বিষয়, চেয়ারম্যান মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণে এই সমস্ত এলাকার কলেজগুলির পারমিশনের ব্যাপারে কোনও উল্লেখ নাই। সেজন্য আমার পক্ষে রাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করা মুশকিল। অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণ গরীব মানুষ নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, নিজেদের উদ্যোগে কলেজ, হাইস্কুল বা এম ই স্কুল

*Speech not corrected.

খুলতে গেলে তারা সরকারের নিকট থেকে পারমিশন পায়না। এইগুলি তো ডি আই বা ইন্সপেকটরএর পক্ষে দেওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিৎ ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে ডিপি আ ই অফিস থেকে পারমিশন নিতে হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে ঘন ঘন গৌহাটী আসা কি সম্ভব? আর এখানকার যে অবস্থা ডিপি আই অফিসের লোক সংখ্যালঘুদের জন্য স্কুল কলেজের নাম শুনলেই তাদের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং এতেই বুঝা যায় যে সরকার ইচ্ছা করেই এই কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন যাতে সাধারণ মানুষ বিশেষকরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ সহজে শিক্ষার আলো দেখাতে না পায়। এযেন ফেরাংএর কাহিনীর মতো যাতে সাধারণ মানুষকে সকলপ্রকার আলো থেকেথ দূরে রাখতে পারা যায়, শিক্ষার আলো থেকে তাদেরে বঞ্চিত করা যায় তবেইতো তারা প্রভুর ডিকটেশনে চলবে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের রাজ্যপাল সেটাই করতে চেয়েছিলেন। যাতে সাধারণ লোক যেমন সিডিউলড কাষ্ট বা অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক যারা চরে চরে বসবাস করে তারা যাতে শিক্ষা লাভ করতে না পারে তার জন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার জন্য কঠোর নিয়ম করে দিয়েছিলেন।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বেশী সময় নেবনা। শুধু একটা কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো। আমাদের বর্তমান মন্ত্রীসভা নিয়োগের ব্যাপারে একটা বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সরকার সবরকম নিয়েগের ব্যাপারে পপুলেশনপ্যাটার্ন রিফলেকট করা হবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ক'দিন থাকবেন পাঁচ বছর? তার পর কি হবে? স্থায়ী ব্যাবস্থা কি নেওয়া হচ্ছে? মহোদয়, এতো করপরেশন হতে পারে তবে মাইনরিটি করপরেশন গঠন করতে বাধা কি? এই মাইনরিটি ডেভলপমেন্ট করপরেশন হলে তারা দেখতে পারত যে নিয়োগের ব্যাপারে পপুলেশন প্যাটার্ন রিফলেকট করছে নাকি না অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নায্য ভাবে দেওয়া হচ্ছে কি না। কিন্তু এসরব কথা এই রাজ্যপালের ভাষণে নাই। কত দিক দিয়ে যে মাইনরিটিদেরে বঞ্চিত করা হচ্ছে তা কত বলব? মহোদয়, আপনি নিশ্চয় জানেন যে পাব্লিক হেল্থ বিভাগের ডাইরেকটরের পদ পাওয়ার ব্যাপারে এই রাজ্যপাল কিভাবে জাহানকে বঞ্চিত করেছেন? কেন রাজ্যপাল এসব করেছিলেন? রাজ্যপালকে ভুতে পেয়েছিল। রাজ্যপালকে আর এস এসের ভুতে পেয়েছিল। তাঁর চারপাশে আর এস এসের লোক ঘুর ঘুর করতো। যার ফলে আমরা দেখেছি সরকার গঠণের পরেও অনেক সময় তিনি সরকারের কথা শোনেননি। তাই, আমি বলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই রাজ্যপালকে সরিয়ে নেওয়াই মঙ্গল। এইটুকুই বলে রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদ সুচক প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri ALTAF HOSSAIN MAZUMDAR : Mr. Speaker Sir, I take my stand to support the Motion of thanks moved by hon'ble member, Shri Mazumdar. At the outset I express my deep sorrow and agony for the people who died, people who lost their houses and suffered immensely. The recent violence shocked the State leading to mass killing, arson and looting. The Governor has rightly said that the violence have to be condemned in the strongest possible term. Probably no language would be enough to castigate and to condemn such horrows of violence happened for the last several months. Sir, this foreigner issue has

been magnified out of all proportions. There lies a question, to be asked· Was it really the foreigners problem ? Or, something else was underneath ? For the several years, rather decades a section of press both inside and outside the State magnified the number of so-called foreigner. Even responsible persons holding position, politically made absurd statement, and imaginery figures were quoted. They went on to say that more than three-fourth people of the State of Assam were foreigner. Curiously enough, emotion and sentiment got involved. Even the highly educated people started believing it; they started talking publicly, far less to speak of younger generation. And the definition of the foreigner was defined according to their own choice. As a result, even the teen aged boys on the streets were shouting during the course of agitation that the foreigners are to be driven out. They started thinking a particular section of people as foreigner. Ultimately a section of people belonging to a particular religion or language were branded as foreigner. This propaganda vitiated the sobre atmosphere of Assam. There were occasions earlier in the preceding houses, when hon'ble members protested against it. Now, Mr. Mazumdar, the Mover of the Motion has rightly said that this accummulated sentiment, emotion, mistrust and distrust were concentrated after the death of an M.P. namely Shri Hiralal Patwari at Mangldoi. After the death of Shri Patowari at Mangaldoi, overnight there were thousands of petitions for rejections of the voters' list. I am not going to say the details of low the agitation started that through it was broadly stated that the agitation was a non violent one but as a matter of fact we found that at various stages, violence was accompanied. Now from certain quarters it is said that violence occurred because of the election, then it may be pointed that when incidents occurred at Mukalmua and someother p aces, there was no election, so it is invitably clear that this so called anti foreigners agitation was directed against certain communities. Now, Sir, some hon'ble members have rightly said that an atmosphers of emity and goodwill shall have to be established. It is a fact that there were lapses on the part of the officials particularly police officials. but at the same time there are glaring example, that a section of the police officers loyally served and saved the lives and properties of the people. I would like to convey to the Government through the Hon'ble Speaker that those officers who at the cost of their

-lives stock to their duties, gave protection to the people, their services should be appreciated. I share the view that if we start condemning the police, lock stock barrel it will not be helpful for creating a situation where the police can act fearlessly, boldly and impartially. But at the same time, it has been demanded rightly that the lapses which are brought to the notice of the Government as regards the police officials, security personnels, these should be examined and the strongest possible action should be taken which will be exampliary for others. I am happy that this Government has expressed with determination to cope with the situation firmly and strongly. I assure the Government that the people of the State irrespective of caste, creed and community will stand solidly behind the Government in its effortsto stop recurrence of such disturbances. I heard the speeches of some hon'ble members particularly belonging to the Assamese section of the population and I congratulate them that they boldy pointed out and expressed as to how the agitation harmed the Assamese culture and tradition. Sir, by police alone in no State we can give protection to everybody, it is neither possible for neasible. Protection of the people can be possible if we can create an atmosphere in whole of the State amongst the different section of the population, of goodwill and understanding, mutual respect to others. Cordial and congenial atmosphere shall have to be created. Sir, about ihe real foreigners, the Governor has rightly emphasised the need for a satisfactory solution. The States Government recognised the urgency and imperative need for a satisfactory solution of the problem of foreign nationals in the State. The Govt. of India have announced that the doors of negotiations for settlement of the problem is open. Certainly all efforts should be made for settlement taking the realistic view of the situation for the betterment of the State. In this connection, I went to make it categorically clear that all sections of people of State should be associated with it, particularly the minorities, linguistic and ethnic should be associated in this settlement; because no settlement can be effective unless the people who are affected directly or indirectly are given the scope to participate in the negotiation. Sir, some people are saying that Assam was undisturbed, peaceful but all disturbances started only after announcement of the election by the Prime Minister which is not a fact. Everybody knows that the election is not the cause of violence. Violence was there and bombs were blasted, Independence Day celebrations were boycotted. People those who joined in the celebrations were intimidated. So the violence was there. There was no other way then to hold elections. This was a coastitutional obligation.

It will also be crystal clear from the fact that who participated in the election are not only the affected persons but those have not exercised their franchise are also subjected to harrassment and sufferings. Sir, I will also humbly submit that rehabilitation were should be expedited and I hope that our Government will take all possible steps to expedite the rehabilitation works. Sir, I am happy to see that our Government is aware of the situation. Sir, by giving relief to the victims for few months will not serve the purpose, and they should be rehabilitated in such a way so that they can stand on their own legs for starting cultivation and for their food production. I hope, the Government in a short period of time, will be able to put them in their proper place. Of course it is necessary to see that all the sensitive areas are to be protected by security forces so that no further incident may occur again. But along with it is also necessary that the people of the locality belonging to the different comminities should welcome the effected people who will go back and see to their conviences in the matter of relief and rehabilitation. It is likely to create trust and confidence among the different section of people. Sir, for stabilising peace and harmony it is necessary to remove suspision and distrust. Sir, I will not take further time on this. If there is genuine misgivings and grievances in any section of the society, economic or otherwise, I am sure Government will look into it and that will be remedied. Sir, in order to maintain harmony and goodwill it is necessary that all sections of the people should be given fair share in the machinery of the administration. Sir, we find that previously Government have issued circulars for providing employment, particularly in Government employment according to the principle of population pattern. It will be necessary to enforce the population pattern in the truest sense to provide employment among different sections of people so that no community is deprieved of their due shares. It is absolutely necessary that population pattern should be reflected in the services. Sir, inspite of the standing circulars to provide employment according to the population pattern, but in practice it is found that it is not being followed at different levels. So Mr. Speaker Sir, I convey suggestion to the Chief Minister through you that a separate cell may be established under the Chief Minister to assess the real position and if it is found that this principle is violated any where then it should be recorded in the C. R. of respective Officer. Then only we can enforce the population pattern in the field of employment. In districts and subdivision we

fiind several instances where Officers are conveniently giving employment violating the Government circular. Lastly Sir, what is happening in Assam today is likely to tarnish the image of Assam, if we all do not try to regain the traditional trust and confidence among different sections of people Sir, I hope, in the near future people of Assam will start living peacefully.

শ্ৰীদীন নাথ বাজখোৱা : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰাজপালৰ ভাষণৰ ওপৰত বিধান সভাৰ সদস্য শ্ৰীমজুমদাৰ ডাঙৰীয়াই যি ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ আনিছে সেইটো সমৰ্থন কৰি মই দুষাৰ কবলৈ ওলাইছো। আজি সদনত মাননীয় সদস্য সকলে গোট খাই কথা কব পাৰিছো। এই অৱস্থাটো আজি ৰাজ্যপাল মহোদয়ে কৰি নিদিয়া-হেতেন, নিৰ্বাচন নপতাহেতেন আজি আমি ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰিলোহেতেন সেই কাৰণে তেখেতে ভাষণ দিবলৈ সুবিধা পাইছে, আৰু আমি সেই ভাষণৰ ওপৰত সকলো দিশ আলোচনা কৰিব পাৰিছো। সেই কাৰণে আজি এই অৱস্থাত ৰাজ্যপালক ধন্যবাদ নিদি নোৱাৰো। ইতিমধ্যে বহুত বিৰোধী সদস্যই দুই এষাৰ কথাৰ কথাত ৰাজ্যপালক দোষাৰোপ কৰিছে। নিৰ্বাচনত যি ঘটনা ঘটিছিল সেইখিনি স্পষ্ট কৰি লিখি দিয়া নাই বুলি কৈছে। ভাষণত সকলো কথা লিখিব পৰা নাই যদিও সেই সম্পৰ্কৰ কথা কেইটা দুই পৃষ্ঠাত উল্লেখ কৰিছে। এই ব্যৱস্থাসমূহ লোৱা সত্বেও ৰাজ্যৰ কেবা ঠাইতো বিশেষকৈ দৰং, নগাওঁ, গোৱালপাৰা, কামৰূপ শিৱসাগৰ আৰু লক্ষীমপুৰ জিলাত দলীয় সংঘৰ্ষৰ ঘতনা ঘটিছিল। বিছিন্ন যোগাযোগ এলেকা সমূহৰ যাতায়তৰ অসুবিধা আৰু সময় মতে খা-খবৰ নোপোৱাৰ বাবে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে দলীয় সংঘৰ্ষ ৰোধ কৰিবলৈ কাৰ্য্যকৰী ব্যৱস্থা লব পৰাকৈ সময় মতে কেতবোৰ ঠাইত উপস্থিত হবগৈ পৰা নাছিল।

গতিকে ৰাজ্যপালে তেখেতৰ ভাষণত এই কথা কৈছে। তেখেতে কোনো কথা লুকাই থোৱা নাই। লগতে বিৰোধী পক্ষৰ সদস্য সকলে আমাৰ ৰাজ্যপালক আতৰাব লাগে বুলি যিটো কথা কৈছে সেইটো আমি মানি লব নোৱাৰো। দুই এজন বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যই প্ৰধান মন্ত্ৰীকো পদত্যাগ কৰিবলৈ কৈছে। তেওঁলোকৰ মতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেখেত সকলক নিৰ্বাচনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মতে কাম কৰা নাই আৰু তেওঁলোকক নিৰাপত্তা দিবলৈ অক্ষম হৈছে। মোৰ মতে সেইটো সচা নহয়। প্ৰধান-মন্ত্ৰীয়ে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে যদি নিৰ্বাচন নাপাতিলেহেতেন আমি আজি সদনত বহি এইবিলাক আলোচনা কৰিববলৈ সুবিধা নাপালোহেতেন। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ যিটো কথা কৈছে সেইটো সদনে কেতিয়াও মানি লব নোৱাৰে আৰু উচিতো নহব।

অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাৰ জৰিয়তে দুটা মান কথা চৰকাৰৰ দৃষ্টিআকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছো। আমাৰ ৰাজ্য খনৰ উন্নয়নৰ বিষয়ে আমি পিচৰ অধিবেশনতো আলোচনা কৰিব পাৰিম। প্ৰথম কথা হৈছে—অসমৰ বিদেশী সমস্যা। আন্দোতলন চলি থকা বাবে আৰু নিৰ্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰা বাবে বৰ্ত্তমানে সদস্য সকলে টোপনি যাৰিব নোৱাৰা হৈছে। তাৰোপৰি অসমত যি ঘটনা ঘটি গ'ল তাৰ ফলত যিবিলাক মানুহৰ থানথিত নোহোৱা হৈছে, যিবিলাক মানুহ লঘোনে থাকিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুব্যৱস্থা লব নোৱাৰিলে আমি সদস্য সকলেই জগৰীয়া হম আজি চাৰি বছৰে যিটো বিদেশী খেদা আন্দোলন চৌলি আছে। বৰ্ত্তমান ই ছাত্ৰ সন্থা আৰু গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ হাতত থকা নাই। কিছুমান ৰাজনৈতিকে পাৰ্টি য়ে এই আন্দোলনত যোগ দিছে। আমাৰ যোৰহাটত বি, জে, পি, যে দলে দলে মানুহ গোটাই

মিটিং পাতি নিৰ্বাচন বন্ধ কৰিব লাগে বুলি অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে। জনতা পাৰ্টিও এই-ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সন্থা আৰু গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ লগত লগ লাগি নিৰ্বাচন বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। অৱশ্যে যোৰহাটত এইবিলাক পাৰ্টিৰ দুই এজন সদস্যই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰূপে নিৰ্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈকে আমানত ধনো জমা দিছিল। পিচত মানুহৰ হেচাত পৰি ন'মিনেশ্যন দিব নোৱাৰিলে। গতিকে আজি যিবিলাক ঘটনা ঘটিছে সেইবিলাক যে বাহিৰা শক্তি, ৰাজনৈতিক শক্তি আদিয়ে কৰিছে সেই কথা কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। গতিকে অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খোজো যে এই সমস্যাটো অতি সোনকালে সমাধান কৰিব লাগে। ৰাজ্যপালেও তেওঁৰ ভাষণত আলোচনাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দুৱাৰ মুকলি আছে বুলি কৈছে। বৰ্ত্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী হৈ থাকোতে তেতিয়াৰ ভাষা আন্দোলনৰ সময়ত যেনেকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল মোৰ বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে তেখেতে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আজি আমাৰ সুন্দৰ ভাষা-সংস্কৃতিৰে ভৰ পূৰ অসম থনলৈ বিদেশী পৰ্য্যটকে আহি চাই চাই আনন্দ পাইছিল সেই সোণৰ অসম আজি চাৰখাৰ হবলগীয়া হৈছে।

অধ্যক্ষ মহোদয়, মই আপোনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰক পুনৰ বাৰ অনুৰোধ জনাও যেন অতি সোনকালে ইয়াৰ এটা মীমাংসাত উপনীত হৈ আৰম্ভণী বছৰ এটা ধৰি কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে। এইটো কৰিলে আমিও অন্ততঃ ৰাইজক কব পাৰিম আৰু আমিও কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাম। এইটো নকৰিলে বৰ্ত্তমান আমি যি গড়াল সদৃশ ঠাইত থাকিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা আৰু বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিম। লগতে ৰাজনৈতিক দল আন্দোলন কাৰী আদিয়ে যি চিঞৰ বাখৰ লগাই আছে সেই চিঞৰ বাখৰো বন্ধ হৈ যাব।

নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিকোনো কাৰণতেই হওঁক যিবোৰ কৰুণ ঘটনাত বলিহৈ গ'ল তেওঁলোক আমাৰেই ভাই ককাই। তেওঁলোকক ৰক্ষনা বেক্ষণ দিয়াটো চৰকাৰৰ কৰ্ত্তব্য আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অৱশ্যে সাহাৰ্য্য দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা চলাই আছে। বিৰোধী পক্ষই কৰা অভিযোগ মতে থিকমতে সাহাৰ্য্য নিদিয়া কথাটো সচা নহয়। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাওজানত ৩০৫টা সংখ্যালঘু পৰিয়াল আছে। তাত অসমীয়া পৰিয়ালো আছে। মাননীয় সদস্য মতলিবৰ সৈতে উক্ত ঠাইলৈ মই গৈছিলো গোলাঘাটৰ এচ, ডি, ও,ৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ লগত গৈছিল। তাত প্ৰতিটো পৰিয়ালকে ৫০০ টকা আৰু ৪০ ডালকৈ বাহঁ দিয়া হৈছে। অৱশ্যে টকা কম থকা বাবে ৫০০ৰ বেছি দিব পৰা নাই। বৰ্ত্তমান খবৰ কৰি জানিবলৈ পাইছো যে উক্ত অঞ্চলত থকা ৪ হাজাৰ শৰণাৰ্থী এতিয়া নিজ নিজ ঘৰলৈ যাব ধৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰো যে মাননীয় সদস্য শ্ৰী জেলিল চৌধুৰীয়ে কোৱাৰ দৰে আমাৰ সদনৰ পৰা দলৰ আৰু বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যৰে গঠিত কমিটী এখন কৰি এই কেম্পবিলাক ভ্ৰমণ কৰি বিহিত ব্যৱস্থা লব লাগে। লগতে এইটো কৰিলে আমাৰ মাজত থকা অতীতৰ সংহতি আৰু কৃষ্টি পুনৰ ঘুৰি আহিব বুলি মই আশা কৰো।

আৰু এটা কথা আমি অনুভৱ কৰিছো যে বিদেশী নাগৰীকৰ সমস্যাটো সোনকালে সমাধান নকৰিলে আমাৰ বিপদ হব। আমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা কৰা হয় যে যেতিয়া "হালোৱা গৰুৰ গাত ঘাঁ লাগে তেতিয়া সেই ঘাঁত খুচি খুচি বহল কৰা হয়" সেই-দৰে খুচি থাকিলে সেই ঘাঁ কেতিয়াও নুশুকায় ক্ৰমে বহল হৈ গৈহে থাকে। গতিকে এই সমস্যাটো এই দৰে এৰি থলে ই ক্ৰমে ঘাঁ বঢ়াদি বাঢ়িহে যাব কেতিয়াও নুশুকাব। গতিকে এই সমস্যাটো সোনকালে সমাধান কৰিব লাগে।

ৰাজ্যপালৰ ভাষণত কৃষিৰ কথা কৈছে, উদ্যোগৰ কথা কৈছে। তেখেতে বিশেষকৈ ২০ দফীয়া আঁচনিৰ কথা কৈছে। ২০ দফীয়া আঁচনিৰ কথা আগৰবাৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী হৈ থাকোতেই শ্ৰীমতী গান্ধীয়ে কৰিছিল আৰু সেই দৰে তাৰ কামো আৰম্ভ হৈছিল।

কিন্তু তাৰ পিচত যেতিয়া জনতা চৰকাৰ আহিল তেতিয়া এই আঁচনিৰ কাম তল পৰি গল। আনকি এনেকুৱা অৱস্থা হল যে এই আঁচনি মতে যি বিলাক মাটিহীন মানুহক মাটি দিয়া হৈছিল সেই বিলাক মাটি জনতা চৰকাৰে পুনৰ ঘুৰাই ললে। এতিয়া মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো যে এই দৰে আগতে এই আঁচনি মতে যি বিলাক মাটি দিয়া হৈছিল আৰু পিচত জনতা চৰকাৰে যি বিলাক মাটি ঘুৰাই লৈছিল সেই বিলাক মাটি এতিয়া পুনৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। লগতে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে যি বিলাক মাটিহীন মানুহ আছে সেই বিলাক মানুহক মাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মই এই খিনি কথাকে অনুৰোধ জনাই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰনি মাৰিলো।

শ্ৰীকবিৰ চন্দ্ৰ ৰয় প্ৰধানীঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত শ্ৰীমজুমদাৰ ডাঙৰীয়াই অনা ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাবটো সমৰ্থণ কৰি মই কিছু কথা কবলৈ আগবাঢ়িছো।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বিৰোধী দলৰ কথা শুনিছো। তেখেত সকলে ধন্যবাদ ৰাজ্য পালক দিব পৰা নাই। কিন্তু মই ভাবো যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসনৰ সময়ত যি পৰিস্থিতি চলিছিল, ৰাজ্যপালে যি পৰিস্থিতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুমোদন জনাইছিল নিৰ্বাচন হব পাৰে, নিৰ্বাচন পাতিব পৰাৰ বাতা বৰণ সৃষ্টি হৈছে, নিৰ্বাচন পতাৰ বাহিৰে বিকল্প ব্যৱস্থা নাই, যাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন পাতিব লগীয়া হল। আৰু এই নিৰ্বাচন হোৱাৰ কাৰণেই তেখেত সকলেও আজি সদস্য হৈ আহিব পাৰিছে। এইখিনি কাৰণতে তেখেত সকলে এবাৰ হলেও ধন্যবাদ দিব লাগিছিল। পিছত লাগিলে যিমানে সমালোচনা কৰে কৰি থাকক। তেখেত সকলে মোকা বিচাৰি হলেও এবাৰ ধন্যবাদ দিব লাগিছিল।

অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাটো চলা আজি ৩ বছৰ হৈ গল বিদেশী নাগৰীকৰ সমস্যাটো প্ৰথমতে বহিৰাগতক খেদা আন্দোলনহে আছিল। মানে ভাৰতৰ অনান্য প্ৰদেশৰ পৰা অহা লোক সকলক অসমৰ পৰা খেদা আন্দোলনহে আছিল। পিছত এই আন্দোলনটো দৃঢ় কৰিবৰ কাৰণে বিদেশী খেদা আন্দোলন কৰিলে মই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় বিলাক ঠাইতেই ঘুৰিছো। সেই বিলাক ঠাইলৈ যাওতে সুধিছে যে অসমত ভাৰতবৰ্ষৰ অনান্য প্ৰদেশৰ যি মানুহ আহি আছেহি সেই বিলাকক অসমৰ পৰা খেদিবনেকি? মই তেতিয়া কৈছিলো যে সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ হব নোৱাৰে। কাৰণ আমি একে ভাৰতীয়। অসমত অসমীয়াৰ বাহিৰেও বিহাৰ, ইউ, পি, কেৰেলা আদি ৰাজ্যৰ মানুহ আহি আছেহি। অসম যিহেতুকে পিচ পৰা, অসমত যেতিয়াই কোনো উদ্যোগ আদি গঢ়ি উঠিছে তেতিয়াই বাহিৰৰ পাৰ বুদ্ধিজীবি অসমলৈ আহিছে। এইটো কথা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। আমি যিহেতুকে একেখন সংবিধানকে মানি আহিছো সেই কাৰণে এই সকল লোকক খেদাৰ প্ৰশ্ন নুঠে। সেই সময়ত বাহিৰৰ যি সকল মানুহ আহিল সেই সকলৰ মনত এটা চাপ পৰিছিল। কিজানি তেওলোকো অসমৰ পৰা যাবলগীয়া হয়। এই সকলোৰে সমৰ্থণ আদায় কৰিবৰ কাৰণেই আন্দোলনকাৰী সকলে পিচত বিদেশী খেদা আন্দোলন কৰিলে। আমি এইটো কথা স্বীকাৰ কৰো যে আমাৰ অসমত কোনো বিদেশী থাকিব নোৱাৰে। ভাৰতবৰ্ষত কিয় পৃথিবীৰ কোনো দেশতেই বিদেশী থকাটো আমি মানি লব নোৱাৰো। অসমৰ এচাম মানুহ ইমান কনচিয়াচ হল যে বিদেশী নাগৰীক বুলিলেই মূৰ গৰম হৈ যোৱা হল। বিদেশী নাগৰীকৰ সমস্যাটোৰ লগত এনে কিছুমান কথা সোমোৱাই দিয়া হল যে বিদেশী সকলে অসমৰ ভাষা কৃষ্টি সকলো বিনষ্ট কৰিব। বিদেশীৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষা কৃষ্টি জীয়াই নাথাকিব। ইয়াত যুক্তিযুক্ততা কত আছে? অসমৰ ভাষা কৃষ্টি নাথাকিব বুলি কলে কিছু ভুল হব। এই কথাৰ পৰিসংখ্যা চাব পাৰে। ভাষাৰ মৰণ কেতিয়াও হব নোৱাৰে। অসমত অসমীয়া ভাষা কৃষ্টিৰ মৰণ হব নোৱাৰে যদিহে অসমীয়া

ভাষা কৃষ্টিৰ কাৰণে অসমতে বেলেগ কিছুমান ভাষা কৃষ্টিৰ মৰণ হল। আমাৰ লৰ আগতে বিহু নাপাতিছিল। কিন্তু আজি কালি বিহু পাতে। যদিও আমাৰ উৎসৱ বেলেগেই মই আন্দোলনৰ কিছুমান গুৰিয়ালৰ লগতো কথা পাতিছো। দেশখন কেইজনমান মুষ্টি-মেয় মানুহৰনেকি চীনে যেতিয়া বমডিলা আক্ৰমনণ কৰিছিল তেতিয়া গুজৰাটৰপৰাও সাহাৰ্য্য আহিছিল। কোনো বিদেশীয়ে এক ইঞ্চিমাটিও দখল কৰিব নোৱাৰে। আজি বিদেশী নাগৰীকৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু এই বিদেশী নাগৰিকৰ সংজ্ঞা কোনোবাই দিব পাৰিছেনে? কোনোয়ে দিব নোৱাৰে। কাট-অফ ইয়েৰ লাগিলে ৫১ হওঁক বা ৬১ হওঁক তাৰ দ্বাৰা বিদেশী নাগৰিকৰ নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰি। হয়তো ১৯৬৪ চনৰ পৰা এইটো নিৰ্দ্ধাৰণ কৰিব পাৰে। কিয়নো ১৯৬২ চনৰ ইলেকচনৰ পিছত পাতিল পালিয়ামেন্টত যেতিয়া পি, আই, পি, প্ৰগ্ৰামৰ ঘোষণা কৰা হল আৰু অসমৰ সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিমলা প্ৰসাদ চলিহাই ১৯৬৯ চনত অসমত পাকিস্থানী আৰু নাই বুলি ঘোষনা কৰিলে তেতিয়াৰ পৰাই বিদেশী নাগৰিকৰ বিতাৰণ আৰু চিনাক্ত-কৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ১৯৬৯ চনকে কাট-অফ ইয়েৰ হিচাবে ঘোষণা কৰাৰ যুক্তিযুক্ততা থাকিব পাৰে। বিমলা প্ৰসাদ চলিহাই পি, আই, পি বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ দিনৰে পৰাই অৰ্থাৎ ১৯৬৯ চনৰ পৰা হয়তো কাৰ্ট-অফ ইয়েৰ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। কিন্তু ১৯৫১-৬১ চন কৰাৰ কোনো যুক্তি থাকিব নোৱাৰে। বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে আমি সৰু সৰু লৰা-ছোৱালী বিলাকৰ বহুতো চিঞৰ বাখৰ শুনিলো। তেওঁলোকে নাগৰিকত্বৰ বিষয়ে একো নুবুজে। সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ সাবালক একে সময়তে নহয়। আমাৰ গাওঁৰ কথাত কয় কিছুমান মানুহ ৮০ বছৰতহে সাবালক হয় আৰু কয় মানুহ মৰিলেহে বা মৃত্যুৰ পিছতেহে সাবালক বুলি ধৰিলোৱা হয়। কিন্তু আজি স্কুল-কলেজত পঢ়ি থকা এই সৰু সৰু লৰা ছোৱালী বিলাকে ইমানেই সাবালক হল যে, তেওঁলোকে খুড়া, কাকা, মা-পিতা কাৰো কথাই নুশুনে, শুনিব নোখোজে। আমাৰ শাস্ত্ৰত এটা উপদেশ আছে যে, পিতা-মাতাৰ কথা শুন, ধৰ্ম্মগুৰুৰ কথা মান আৰু আচাৰ্য্যৰ কথা মান। কিন্তু এইযে আস্বাৰ্য্য তেওঁলোক কোন আমি কব নোৱাৰো। আমি দেখিছো যে, হাজাৰ হাজাৰ লৰা-ছোৱালী একেলগে বহিছে আৰু আস্বাৰ্য্য সকলে বহুতো কথা কৈ গৈছে। আস্বাৰ্য্য সকলে যি কথা কৈছে আমাৰ লৰা ছোৱালী বিলাকে তাকে শুনিছে আৰু ৰাইজক কৈছে যে, "আপোনালোকে ভোট দিবলৈ নেযাব। গলে ঘৰত জুই জলাই দিম। জুই জলাই দিয়াৰ পিছতো যদি যায় তেতিয়াহলে লৰা-বুঢ়া-কেচুৱা সকলোৰে মূৰ কাটিম।" চৰকাৰী চাকৰিয়াল সকলকো দেখা গৈছে যে, ভোটদান পৰিছালনা কৰিবৰ কাৰণে পুলিং ষ্টেচনলৈ নেযায় অসহযোগ কৰিছে। ই কেনে কথা? চৰকাৰৰ চাকৰিও কৰিব আৰু চৰকাৰৰ নিৰ্দ্দেশো নেমানিব। এই প্ৰসঙ্গতে মহাভাৰতৰ পিতামহ ভীষ্মৰ কথা উল্লেখ কৰিব বিছাৰিছো দূৰ্য্যোধনৰ ৰাজ সভাত দ্ৰূপদিৰ যেতিয়া বস্ত্ৰহৰণ কৰি-বলৈ বিছাৰিছিল তেতিয়া উপায়ান্তৰ হৈ দ্ৰূপদী শ্ৰীকৃষ্ণৰ কাষ চাপিল। শ্ৰীকৃষ্ণই তেতিয়া পিতামহ ভীষ্মৰ ওচৰলৈ গৈ দূৰ্য্যোধনক এই কাৰ্য্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কবলৈ কলে পিতামহ ভীষ্ম তেতিয়া সভাৰ মাজত বহি আছিল। তেৱেঁ৷ এই বিষয়ত মৌনতা অৱ-লম্বন কৰা দেখি আচৰিত হৈ দ্ৰোপদী পুনৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰতে তাৰ প্ৰতিকাৰ বিছা-ৰিলে আৰু সেই মতে শ্ৰীকৃষ্ণ য়েই তেওঁক ৰক্ষা কৰিলে। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া ৰণত পিতামহ ভীষ্ম শৰশয্যাত পৰিল তেতিয়া পঞ্চপাণ্ডৱে পিতামহ ভীষ্মৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দ্ৰূপদীক লগ ধৰাত দ্ৰূপদীয়ে সকলো কথা বিৱৰি কৈ যাবলৈ অসন্মতি প্ৰকাশ কৰাত যুধিষ্ঠিৰে বুজাই-বঢ়াই কোৱাতহে দ্ৰূপদী যাবলৈ মান্তি হয় আৰু ভীষ্মৰ ওচৰলৈ গৈ দ্ৰূপদীয়ে বস্ত্ৰহৰণৰ দিনা ভীষ্মৰ নীৰৱতাৰ বিষয়ে সোধাত পিতামহ ভীষ্মই কলে যে, সেই দিনা ৰজা দূৰ্য্যোধনৰ প্ৰজা, কৰ্ম্মচাৰীমাত্ৰ হিচাবে বহি থকাৰ কাৰণে ৰজাৰ ধৰ্মই প্ৰজাৰ ধৰ্ম্ম এই কথাষাৰ মানিয়েই নিৰৱ হৈ আছিল। থিক সেইদৰেই 'ৰজাৰ ধৰ্ম্মই যদি প্ৰজাৰ ধৰ্ম্ম' হয় তেতিয়াহলে, চৰকাৰী চাকৰিয়াল সকলেও চৰকাৰৰ আইন মানি সেইদৰেই চৰকাৰী চাকৰি কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰৰ আদেশ অমান্য কৰিব নোৱাৰিব। যদি চৰকাৰৰ আদেশ অমান্য কৰে তেতিয়াহলে, তেওঁলোক চাকৰিত

থাকিব নোৱাৰিব। গতিকে আজি এই কথা বিলাক ফহিঁয়াই চোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে মই নিজেও ১৪ বছৰ কাল চৰকাৰী চাকৰি কৰিছিলো। ৰাজনৈতিক ভাবে জড়িত হৈ পৰাত মই সেই চাকৰি এৰি দিলো। শ্ৰীদেৱকান্ত বৰুৱাই এই আইন কৰিলে। আজি আমাৰ শিক্ষক সকলে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উচতাই দিছে যে "ভবিষ্যতে তোমালোকৰ জীৱন অন্ধকাৰ গতিকে তোমালোকে যদি ভৱিষ্যতে চাকৰি বাকৰি আদি আশা কৰিছা তেতিয়াহতেল বিদেশীক বিতাৰণ কৰিবই লাগিব।"

অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইবিলাক কথাৰ কাৰণেই লৰা ছোৱালী বিলাকৰ মাজত প্ৰতিকীয় হৈছে যে তেওঁলোকেৰ ভবিষ্যত অন্ধকাৰ। বাহিৰা মানুহে চাকৰী শেষ কৰিলে তোমালোকে আমাৰ কথা শুনা বুলি কৈ উচতাইছে।অধ্যক্ষ মহোদয়, যোৱা মাহৰ ১৩ তাৰিখে যেতিয়া মই নিৰ্বচনৰ কামত ওলাও মোৰ তাত অৱশ্যে তেনেকুৱা আন্দোলন নাই বা মই ভয়া নকৰো কাৰন মোক সকলোৱে সন্মান কৰে দেখিলো কেইজনমান লৰা গৈ আছে, তেওঁলোকে ড্ৰেছ কৰিছে মুৰত এখন গামছা বান্ধিছে, গামছা পিন্ধিছে-গাত গেঞ্জী আৰু এখন গামোছা মুৰত বান্ধিছে মই এটা পথেৰে গৈ আছো তেওঁলোকে আন এটা পথেদি গৈছে, মই মাতিলো ভাইটিহঁত শুনাচোন চোৱা নাই দেখি ৩-৪ বাৰ মতাৰ পাছত নমতা দেখি ধমক দিলো তোমালোকৰ দেউতাৰাহতে মোৰ কথাশুনে তোমালোকে কিয় নুশুনিবা, তেতিয়া তেওঁলোকে উত্তৰ দিলে কি শুনিম আপোনাৰ কথা, তেওঁলোকতো ভইছেৰ গোবৰ। মই আচৰিত হলো কাৰন অৰ্থ কৰিছে গৰুৰ গোবৰ সাৰৰ কামত আহে কিন্তু মহৰ গোবৰৰ কোনোও কামত নাহে সেইটোকে বুজালে মোৰ ব্ৰেইন একেবাৰে পাজল হৈ গল কাৰন তেওঁলোকৰ আজি কিমান চেঞ্জ হৈছে যেন পাগলহৈ গৈছে তেওঁলোকৰ মাজত হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্ৰাহ্মনে পানী চতিয়াই মন্ত্ৰ উচ্চাৰন কৰি দিয়াৰ দৰে এই লৰা-ছোৱালী বিলাককো পগলা হৈ গৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই কাৰনে আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ জিলা ৰিলাকত জপিয়াই পৰিব লাগে। মই এই বিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ইন্টালেকচুৱেল সকলক দোষ দিছো।

গোটেই মানৱসত্বাটো ধংস হৈ গৈছে। আমি তাক ঘুৰাই আনিবই লাগিব। সেই কাৰণে আমি বিধান সভাৰ সদস্য সকলে টীম ওৱাইজ গাও ভূএে গৈ জপি য়াই পৰিব লাগিব আৰু পৰিবেশ ঘুৰাই আনিব লাগিব। মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছো আপোনাৰ ফালৰ পৰাওমচৰকাৰক পৰামৰ্শ দিব লাগে আৰু আমাৰ দলৰ চৰকাৰৰ হিচাবে আমাৰো এটা দায়িত্ব আছে যিহেতু আমি জনসাধৰণৰ ভোটেৰে নিবাচিত হৈ আহিছো। আমি আটায়ে লগহৈ এইপৰিবেশ ঘুৰাই আনিবই লাগিব নহলে অসম অসম হৈ নাথাকিবও পাৰে। এনেই অসম ভাগিচিগি চুৰমাৰ হৈছে ভৱিষ্যতত আৰু অসম বুলিবলৈ একো নাথাকিব। গতিকে আমি চিন্তা কৰা প্ৰয়োজন হৈছে। আজি ৰাইজ বৰ অসন্তুষ্ট হৈছে। দলৰ কৰ্ম্মীসকলও অসন্তুষ্টহৈছে আপোনালোকে জানে যে গোৱালপাৰা জিলাত জমিদাৰৰ অত্যাচাৰত শেষ হোৱা মানুহ জমিদাৰী উচ্ছেদ হোৱাৰ পিচত, উঠিঅহা জিলাবাসীৰ মুৰত এই আন্দোলনে তাত কুঠাৰাঘাট কৰিলে। চাহ গছ এজোপাত কুচি পাতটো নষ্ট হলে যেনেকৈ চাহগছ জোপাৰ মূল্য নাইকীয়া হয় কাৰণ সেই পাতটোৰ পৰাহে চাহ তৈয়াৰ কৰা হয়। গতিকে আমাৰ লৰা-ছোৱালী বিলাকেও যদি বেয়াৰ পথলৈ গুছি যায় দেশৰ সমাজৰ অৱস্থা আৰু বেয়া হব। সেই কাৰণে টীম ওৱাইজ এম-এল-এ সকল জিলালৈ যাব লাগে।

মই নিজে এজন অনুন্নত শ্ৰেণীৰ লোক। অনুন্নত শ্ৰেণীৰ বিষয়ে কেইটামান কথা দাঙি ধৰিব খোজো। অনুন্নত শ্ৰেণীৰ উন্নয়ণৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মণ্ডল কমিশ্যন নামেৰে এটা কমিশ্যন গঠন কৰিছিল। তাৰ ৰিপোৰ্ট বহুত দিন আতৰাই ৰাখিছিল এতিয়া অৱশ্যে পালিয়ামেন্টত ৰিপোট চাবমিট কৰিছে কিন্তু ইম্পলিমেন্ট কৰিবৰ বাবে

ৰাজ্য চৰকাৰৰ মতামত বিচাৰিছে। সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা তেওঁলোকৰ মতামত গৈছে কিন্তু অসম চৰকাৰৰ মতামত আজিলৈকে কেন্দ্ৰীলৈ যোৱা নাই। মোৰ বোধেৰে এই কথাৰে এটা বিভিষীকাৰ সৃষ্টি হব পাৰে। গতিকে অতি সোনকালে ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, মুখ্যমন্ত্ৰী সোনকালে চৰকাৰৰ মতামত পঠাব লাগে।

মই বক্তৃতা দিবলৈ উঠোতেই মই বিধাৱা সকলৰ বিষয়ে কব লাগে বুলি বহুতো সদস্যই কৈছিলে। অৱশ্যে হয় মই যোৱা দুটা টাৰ্মত এই বিধান সভাত বিধৱা সকলৰ উন্নয়ণৰ কাৰণে বক্তৃতা ৰাখি গৈছো। আৰু দুবাৰ অনশন কৰিছিলো। জিলাই জিলাই এওঁলোকৰ কাৰণে ডেষ্টিটিউট হোম কৰা হৈছে। আচৰিত কথা মই নিজে বক্তব্য ৰখা সত্বেও গোৱালপাৰা জিলাত আজিলৈকে এই ডেষ্টিটিউট হোম এটা কৰা নহল। গোৱালপাৰা জিলাখন আচলতে সকলোফালৰ পৰাই পিচ পৰা। মোৰ বোধেৰে জিলা-সমূহৰ মাজত কোনো বৈষম্য থাকিব নালাগে আৰু এই বৈষম্য যাতে নাথাকে তাৰ কাৰণে কেবিনেটৰ এটা চেল থাকিব লাগে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰ বিবেচনা কৰি জিলা সমূহৰ বৈষম্য আঁতৰ কৰিব লাগে। আজি কামৰূপ, শিৱসাগৰ জিলাৰ তুলনাত গোৱালপাৰা জিলা এতিয়াও বহুত পিচ পৰি আছে। গতিকে মই নতুন চৰকাৰক টানি অনুৰোধ জনাইছো যাতে এই বৈষম্য দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। গোৱালপাৰা জিলাখনত আজি এখনও কাৰিকৰী দিশৰ স্কুল নাই।

অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জিলাখনৰ লগত বাকী জিলাৰ সম্পৰ্কটো কিছু পৰিমাণে বিচ্ছিন্ন যেন দেখা যায়। শুনি আচৰিত হব গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰা কেইজনমান ল'ৰাই গুৱাহাটীলৈ ইন্টাৰভিউ দিবলৈ আহোতে লাইনত থিয় হৈ আছিল। তেতিয়া এজনে সুধিলে আপোনালোক কৰ পৰা আহিছে? উত্তৰ দিলে গোৱালপাৰাৰ পৰা। তাৰ পিচত কাগজ খন চাই চিৰি পেলালে আৰু তেওঁলোকক লাইনৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলে। এনে ধৰণৰ ব্যৱহাৰ নিন্দা কৰিব লাগে। তাক দূৰও কৰিব লাগিব। এই ভুল বুজা-বুজি আমি আঁতৰ কৰিব লাগিব। আজি দেশত এনেকুৱা এটা পৰিবেশৰ সৃষ্টি হল যাৰ কাৰণে আমি বিধান সভাৰ প্ৰতিনিধি সকলে ঘৰলৈ যাবনোৱাৰা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে আমি মাৰ খাই হলেও টীম গঠন কৰি লাগিলে এচকোৰ্ট লৈ হলেও গাওঁ সমূহত আমি সোমাব লাগিব। এনে নাহিলেও মাইকেৰে মাতিলে নিশ্চয় ৰাইজ আমাৰ ওচৰলৈ আহিব আৰু লৰা-ছোৱালী বিলাকক চাকৰি বা নিয়োগৰ সুবিধা দিম আদি নানা কৌশলেৰে তেওঁলোকক বুজাব লাগিব। অকল মন্ত্ৰী সকলৰ ওচৰলৈহে যে জনসাধাৰণ নানা কামৰ কাৰণে আহে সেইটো নহয়। আমাৰ ওচৰলৈও আহে। সেইখিনি সুবিধা আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। চাকৰি কিয় দিব নোৱাৰিম? আজি অসমত আঠচল্লিশটা চি-আৰ-পি বেটে-লিয়ান আছে। অসম চৰকাৰে তাৰ ভৰণ পোষণ দিবলগীয়া হৈছে। এই কৰ্ম্মীকৰ্ম কৰ্ম্মচাৰী সকল মাষ্ট বি মিজ্বাৰ অব কমিউনিটিজ। 9th Battalion পুলিচৰ ভিতৰত হেনো ৰাজবংশী মানুহেই বেছি।

চেয়াৰমেন মহোদয়, আজি চি, আৰ, পিৰ ৪৮ টা বেটেলিয়ন আছে, এই বেটে-লিয়নৰ কিমান টকা খৰচ হৈছে সেইটো অসম চৰকাৰে বহন কৰিছে। অথচ অসম চৰকাৰৰ মাত্ৰ ১২ টা বেটেলিয়ান আছে আৰু জানো বেটেলিয়ান খুলিব নোৱাৰি? আৰু কেইবাটাও বেটেলিয়ন খুলি সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক reflect কৰিব পৰাকৈ ইয়াত সোমাই লব নোৱাৰি নেকি? যোৱা কালি বিধায়ক আফজুলুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়াই কৈছিল নবম অসম পুলিচ বেটেলিয়নে কি কৰিছিল, বেটেলিয়নৰ চিপাহীৰ কি দোষ? যদি এচ, ডি, ও চাহাবৰে ইঙ্গিত দিয়ে বা ইচাৰা দিয়ে তেতিয়াহলে পুলিচে কি কৰিব? পুলিচৰ নিজা জাজমেন্ট জানো আছে? গতিকে এই মাথা পুলিচে অপৰাধ কৰিছে। নবম অসম পুলিচ বেটেলিয়নত ৰাজবংশী মানুহ বেছি আছে বুলি কৈছে। গতিকে সকলো

শ্ৰেণীৰ মানুহ থাকিব লাগে। গতিকে ৰাজবংশী মানুহৰ নামত অলপ কলঙ্ক কৌশলে শানি দিয়া হৈছে।

সেই কাৰণে মই কৈছো আমাৰ চাকৰিৰ অভাব নাই। এনে ধৰণে বেটেলিয়ন খুলি আমি চাকৰিৰ সংস্থান কৰি লৰাছোৱালীকক মনত শান্তি ঘূৰাই আনিব পাৰো যেতিয়ালৈকে এই ডিচপেৰিটি আৰু বৈষম্যৰ পৰা বিচ্ছিনতাৰ যি কথা উঠিছে সেই বিলাক মষিমূৰ কৰিব লাগে। যেতিয়ালৈকে শান্তি শৃঙ্খলা ফিৰি নাহে তেতিয়ালৈকে একো কাম নহব। আজি স্কুল ঘৰ পুৰি দিছে। দলঙ পুৰি দিছে। আনকি মোৰ নিজৰ গাড়ী খনো মই নোহোৱা অৱস্থাত পুৰি দিছে। অৱেশ্যে মই থকা হলে পুৰিব নোৱাৰিলেহেতেন। সেয়েহে অসমত শান্তি আৰু শৃঙ্খলা ঘূৰাই অনা পৰ্য্যন্ত কোনো ডেভেলপমেন্টৰ কামত হাত দিয়া উচিত নহব। অধ্যক্ষ মহোদয় মই এইখিনি পৰামৰ্শ দি আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো।

SPEAKER :- Now Shri Debesh Chakrabarty

* শ্রীদেবেশ চকবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণের উপর মাননীয় সদস্য শ্রী মজুমদার সাহেব যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব উন্থাপন করেছেন এই প্রস্তাবের সমর্থন করে আমি ২-১ টি কথা বলতে চাই।

মহোদয়, আজ আমরা যে এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে আমাদের বক্তব্য রাখতে পেরেছি তার জন্য আমি রাজ্যপালকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমাদের মন আজ ভারাকান্ত। কারণ, এখানে আসার সময় আমি রাস্তায় রাস্তায় দেখেছি সকল ভাষাভাষি ও সকল ধর্মের মানুষের আজ কিভাবে দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত হচ্ছে। এদের মধ্যে কত যে অনাথ, পিতৃমাতৃহীন, স্বামীহারা রয়েছে তার হিসাব নাই। এদের মধ্যে আবার কত লোক যে আশ্রয়হীন হয়ে পশ্চিম বাংলা বা অন্যান্য স্থানে চলে গেছে তারও হিসাব নাই। আমরা আজ তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য বেদনাহত। তবে এটা সান্তনার কথা যে সরকার যেভাবে নিষ্ঠা ও তৎপরতার সঙ্গে এবং সততার সঙ্গে তাদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করেছেন তা সত্যিই অভুতপূর্ব। আজ যারা অনাথ হয়েছে তারা যাতে সুস্থ নাগরিক হিসাবে বসবাস করতে পারে আমাদের এদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তাছাড়া, চেয়ারম্যান মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে অনুরোধ করবো যে পশ্চিম বাংলা বা অন্যান্য স্থানে যারা শরাণার্থী হয়ে চলে গেছে তাদের যেন অতি সত্বরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। মহোদয়, আন্দোলনকারী নেতারা যে বলেছে যে যারা চলে গেছে তাদেরে আর ফিরিয়ে আনা হবেনা এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে আন্দোলনের নামে আজ আসামে যা চলছে তা সম্পুর্ণ হিংসাত্বক এবং আমি দৃড়ভাবে বলছি যে এই রক্তস্নান নির্বাচনের জন্য হয়নি হয়েছে হিংসাত্বক আন্দোলনের জন্য কারণ নির্বাচন হলে যে রক্তস্নান হবে তা তারা আগেই ঘোষণা করেছে। নির্বাচন একটা কাকতালীয় ব্যাপার। নির্বাচন না হলেও এই ঘটনা হতো। গতকাল মাননীয় সদস্য শ্রী গোলক রাজবংশী মহাশয় ঠিকই বলছেন যে ১৯৫০ ইংরাজি থেকেই এই গোলমালের সূত্রপাত। পরে বিভিন্ন সময়ে, ১৯৬০ ইং তে ১৯৬৮ ও ১৯৭২ ইংরাজিতে বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর আকমণ হয়। তিনি ঠিকই বলেছেন যে ১৯৫০ ইংরাজিতে যে বিষবৃক্ষের বীজ রপন করা হয়েছিল আজ তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আর আজ আমরা এই বিষফলের প্রতিকিয়া ভোগ করছি।

চেয়ারম্যান মহোদয়, আমাদের মনে পড়ে ১৯৬০ ইংরাজিতে যখন গোরেশ্বরে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয় তখন আমাদের বর্ত্তমান রাজ্যপালের বাবা শ্রীগোপালজী মেহেরোত্রা কমিশনে মন্তব্য করেছিলেন যে আসামে এই ধরণের গোলমাল রোধ করতে হলে বিস্তৃতভাবে এডমিনিস্ট্রেটিভ রির্ফমস দরকার। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা না করার জন্য আসামে এই অবস্থা আজ চলছে।

---

* Speech not corrected

মাননীয় সদস্যগণ এই ব্যাপারে নানা মূল্যবান কথা বলেছেন। অনেকে বলেছেন যে এই গোলমালের মূল কারণ হলো হেভ এবং হেভনটসদের সংঘাত। আমি মনে করি যে আসামে যে মধ্যবিত্ত এক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে তারাই এই গোলমালের মূল কারণ। আসামের এই নব এলাইট শ্রেণী চায়না যে আসামের সম্পদের আস্বাদন সকলে করুক। তাই আমরা দেখতে পাই আজ যারা এই হিংসাত্মক আন্দোলনের বলি যার হয়েছে তারা সকলেই নিম্নবিত্ত হিন্দু, মুসলমান, ট্রাইবেল, অবিসি বা সিডিউলড কণ্টেরে মানুষ। এই আন্দোলন মূলতঃ বিদেশী বিতাড়নের আন্দোলন নয়। এই আন্দোলন বিচ্ছিনতাবাদি আন্দোলন। আর তার শিকার হয়েছে নিরপরাধি শিশু মহিলা ইত্যাদি সকল শ্রেণীর দূর্বল মানুষ। এই নব এলাইট শ্রেণীর লোকেরা চেয়েছিলেন আসামে নির্বাচন বন্ধ হউক এবং আসামে এনার্কিজম ডেভলাপ করুক তারপর তাদের বিচ্ছিন্নতা বাদী আন্দোলনের সুবিধা হবে। মহোদয়, আপনি হয়ত পত্রপত্রিকায় অপারেশন ব্রহ্ম পুত্রের কথা নিশ্চয় দেখেছেন। তারা চকান্ত করে আস্তে আস্তে আসামের মানুষকে ভারতের মূল সোত সরিয়ে আনার চকান্ত করেছিল। যার হাতিয়ার হিসাবে তারা বিশেষ বিশেষ সম্পদায়ের বিরুদ্ধে এই জঘন্য হত্যানীলা চালায়। আর এই জঘন্য কাজের হোতা হিসাবে কাজ করে বিজেপি পার্টি। যার নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীর ঘন ঘন আসাম আগমনে তার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। তিনি ডিব্রুগড়ে গিয়ে আমাদের বাংগলী হিন্দুদের বলেছেন যে তোমারা ভোট দেবেনা কারণ গোলমাল হতে পারে। তারপর তারা যখন তাঁর মিটিংএ বক্তৃতা শুনতে গেল তখন তারা শুনতে পেল তিনি বলছেন যে আপনাদের ঘরে যদি কেউ আশ্রয় নেয়-সে ১০-২০-৩০ বছরই হউক-সে কি ঘরের মালিক হতে পারে? এই ঘরতাকে ছেড়ে যেতে হবে। আমার এক বন্ধু সেখানে ছিলেন-তিনি তা শুনে তো একেবারে বিভ্রান্ত হয়েগেলেন। তখন সেখোনকার লোকেরা বুঝলেন যে কি সাংঘাতিক চকান্ত চলছে এবং তারাসকলে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তখন তারা বুঝতে পারলো যে এই চকান্তের ফলে দেশের সংহতি নষ্ট হয়ে যাতে পারে। আসামের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পাঞ্জাবের আন্দোলনকারীদের কি সম্পর্ক আছে আমি জানিনা তবে এইসর রিজিওনেলিজম এর চিন্তাধারার মধ্যে যে একটা সংযোগ রয়েছে এবং এরা যে একই ব্রেইনের দ্বারা চালিত হচ্ছে তা সুস্পষ্ট। সুতরাং ভারত রাষ্ট্রকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র শ্রীমতি গান্ধীরে পরি-চালিত কংগ্রেস পার্টি। আজ বিজেপি পার্টির মতো সাম্প্রদায়িক শক্তি আমাদের দেশের হিন্দু, মুচসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুযের মধ্যে যে বিভেদের বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে এতে সমস্ত দেশ ধ্বংশ হয়ে যাবে। আমার আর সোনার আসাম থাকবেনা। মাননীয় সদস্য শ্রীহেমেন দাস ঠিকই বলেছিলেন যে আসাম এতে একটা গ্রেভইয়াডে পরিণত হয়ে য়াবে। আমি তাই সকলরে সরকারের নিকট অনুরোধ করবো যাতে এই ধরণের অশুভ শক্তি যাতে আমাদের আসাম রাজ্যের এই অবস্থা না করতে পারে তার ব্যবস্থা যেন করা হয়। আমাদের লামডিং এ এখনো কোনও ঘটনা ঘটেনি সেখানে আমার ভিবিন্ন ধর্ম্মালম্বী মানুষ একসঙ্গে আসামের আনো আলো বাতাস বুকে নিয়ে আমারা হাজার হাজার লোক বিহু উৎসব পালন করিছি। সুতরাং এই পরিবেশকে আমারা কোনও অবস্থায়ই নষ্ট হতে দিতে পারি না।

(বেল)

মহোদয়, এক মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করিছি। মহোদয়, রাজ্যপালের ভাষণ আমাদের মনে অনেক আষার সঞ্চার করেছে। রাজ্যপালের ভাষনের মধ্যে যেন আমার আমরা আমাদের কল্যানের জন্য ৬০ ইংরাজীর পরে মেহোরোত্রা কমিসনে যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল তারই প্রলিধ্বনি শুনতে পারিছি। এই ভাষণে তাই আজ বলা হয়েছে যে পুলিশ বিভাগকে রিঅর্গেনাইজ করতে হবে। আমারা আশা করি এর ফল আমারা রাজ্যে একটা সুস্থ শাসন ব্যবস্থা দেখতে পার। মহোদয়, আমাদের নগাও

জিলার সাউথ ইষ্ট দিকটা যোগাযোগের ব্যাপারে একেবারে অনুন্নত। আশাকরি সরকার একটু নজর দেবেন।

রাজ্যপালের ভাষণে বিনা বেতনে মেয়েছেলেদের ডিগ্রী ক্লাস পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওৱা হয়েছে, বিশেষ করে একজন শিক্ষক হিসাবে আমি তাকে অভিনন্দন জানাই তাছাড়া কৃষকদেরে ওল্ড এজ পেন্সন দেবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যও আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও রাজ্যপালের ভাষনকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri BIMAL GAYARI : Sir, I rise to support the Amendment moved from the side of Opposition. And, I should like to speak in this House in my mother tongue i.e. Bodo language (then spoke in Bodo).....

Shri MOHAMMAD IDRIS (Minister Parliamentary Affairs) :- Mr. Chairman, Sir, I think the deliberation in this House should be in a language which is intelligibele to others. Hon'ble Member may express his opinion or make a speech in any of the languages such as English, Hindi, Assamese and Bengali.

Shri BENOY KUMAR BASUMATARI:- Mr. Chairman, Sir, Rule 28 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Assam Legislative Assembly says that if any member addresses the Assembly in any of the languages which is not Assamese, Bengali, English or Hindi, he shall have to make over in advance to the Secretary a copy of the speech written in Assamese, Roman or Devanagari script which he proposes to deliver. This morning, Sir, we had submitted a copy of the speech in Devanagri script along with a translated copy in English to the secretary but he has returned it. We have struck to the provisions of the Rules and now the honarable member may be allowed to speak in his mother tongue.

Shri BIMAL GAYARI In Bodo...........

Mr. Chairman : Order, Order.. ..Rule says that a copy of the speech shall have to make over in advance to secretary written in Assamese, Roman or Devanagri script which the hon. member proposes to deliver. But here we do not find any copy of the speech.

Shri BENOY KUMAR BASUMATARI—We submitted a copy in advance. It was refused and returned to us. It is a lapse on the part of Secretary himself.

Mr. CHAIRMAN—I understand the matter was referred to the Hon'ble Speaker but it has been rejected. Therefore the matter is closed.

Shri BENOY KUMAR BASUMATARI—When the provision is there how it can be rejected, Sir. If it is so then we do not take part in this house. Is it your final decision ?

Mr. CHAIRMAN—Once the Hon'ble Speaker has ruled it out it cannot be reopened now.

Shri GOLAK RAJBONSHI— Sir, I suggest the hon. member may take up the matter with the hon'ble speaker in his chamber for clarification.

Shri BENOY KUMAR BASUMATARI— Sir, you are here to enforce the provison of the Rules in this House. You do it or don't.

Shri GOLAK RAJBONGSHI—Sir, the matter has been referred to the hon'ble speaker. And he has not accepted the contention of the hon'ble member. Therefore, I suggest that the hon'ble member may further take up the matter with the speaker in his chamber.

Shri BENOY KUMAR BASUMATARI— There is a provision in the rules of Procedure and Conduct of Business. Mr. Chairman, Sir, are you going to enforce this provision in this house or not ?

Mr. CHAIRMAN—Once the ruling is given it cannot be reopened for frusther discussion.

Shri BENOY KUMAR BASUMATARI—We failed to get justice from you. We register our protest and walk out of the House. (Hon. mambers belonging to P.T.C.A. staged a walk-out).

শ্ৰীআব্দুচ শোভান:- মাননীয় চেয়াৰম্যান মহোদয়, ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত মাননীয় সদস্য শ্ৰীমহিত মজুমদাৰ চাহাবে যিটো ধন্যবাদ সুচক প্ৰস্তাৱ আনিছে তাৰ বিৰোধীতা কৰি মই দুআষাৰ কথা কব খুজিছো। এই পবিত্ৰ সদসনত আজি তিনি দিন ধৰি বহুত কথাই আলোচনা কৰা হৈছে আৰু এই সকলোবিলাক মই জানিব পাৰিছো আৰু মাননীয় সদস্য সকলেও জানিব পাৰিছে যে বৰ্ত্তমান অসমৰ পৰিস্থিতি কিমান দূৰ আগুৱাইছে আৰু কি অৱস্থাতনো দেশখন চলিছে। চেয়াৰম্যান মহোদয়, মই অতি দুখেৰে সৈতে কথা কবলগীয়া হৈছো যে চৰকাৰে নিৰ্ব্বাচনী যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল ফ্ৰি আৰু ফেয়াৰ ইলেকচন পতা হব বুলি কৈছেছিল। ভোটাৰ সকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বুলি ঘোযগা কৰিছিল আৰু এই কথাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি সংখ্যা লঘু আৰু আন সকলে চৰকাৰক যিসকলে চাপোৰ্ট কৰিছিল সেই সকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ অসমৰ্থ হৈছে। চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰে পালন কৰিব পৰা নাই। মই এটা কথা উদাহৰণ দাঙি ধৰি দুখেৰে সৈতে কব লাগিব যে যোৱা ১৭ ফেব্ৰুৱাৰী নৰ্থ-অভায়াপুৰী ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ বেলট বক্স যাব নোৱাৰিলে। চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু বেল্ট বক্স পঠাব নোৱাৰিলে। তেতিয়া বাজ্যপাল আছিল ৰাজ্যখনৰ শাসনৰ মুধচত কিন্তু জনসাধাৰণৰ নাগৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া সত্বেও তেতিয়া চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা লব নোৱাৰিলে। এতিয়া সেই চল্লিশ পঞ্চাচ খন গাওঁৰ মানুহ বালিচৰত, গছৰ তলত বা ৰাস্তাৰ ওপৰত থাকিবলগীয়া হৈছে।

মাননীয় চেয়াৰমেন মহোদয়, সেই মানুহ বিলাক এখন দুখন গাওঁৰ মানুহ নাছিল। প্ৰায় চল্লিশ পঞ্চাচ খন গাওঁৰ মানুহ আছিল। সেইসকল মানুহ আজি বালিৰ চৰত, গছৰ তলত, ৰাস্টাৰ দাতিত দিন কটাবলগীয়া হৈছে। তেওলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে কৰা হোৱা নাই। মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ কথাকেই কৈছো, সকলো বিলাক মানুহ ভোট দিবলৈ গ'ল। ৭৭ টাৰ ভিতৰত ৮তা কেন্দ্ৰত ভোট হোৱা নাই বাকী বিলাকত হৈছে। কিন্তু সেই মানুহ বিলাকক ষড়যন্ত্ৰ কৰি ভোট দিয়াৰ পৰা কিছুমান দুবৃত্তই বাধাপ্ৰদান কৰিলে। বোৰ্ডাৰ এলেকাত কিছুমান ষড়যন্ত্ৰকাৰীয়ে কলগচিয়াৰ আই, চিৰ সহায়ত আক্ৰমণ চলালে। ফলত দু-পক্ষৰ মাজতেই ভূল বুজাবুজিৰ হ'ল। এফালে কয় পহৰা দিবা বুলি কয় আৰু আনফালে জুই লগাই দিছে। যোৱা সুদীৰ্ঘ ৩০ বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ ঘটনা আমাৰ ইয়াত কোনো দিন হোৱা নাছিল। কিন্তু এই কলগচিয়াৰ আই, চিৰ প্ৰৰোচনাত বা সহায়ত এনেবিলাক কাম হৈছে। মই মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু কেইবাজনো মাননীয় সদস্যক এই বিষয়ে কৈছিলো যে এই পুলিচ বিষয়া জনকা বদলি কৰিব লাগে। কিন্তু আজিলৈকে বদলি কৰা হোৱা নাই। সেই দৰে বৰপেটাতো এনেধৰণৰ দুই চাৰিজন আছে। যাক বদলি কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছিল। কিন্তু কোনো ফল ধৰা নাই। যদি দুই এদিনতে কিবা হুকুম হৈছে তেনেহলে মই কব নোৱাৰো আজি মই কেইবাজনো এম, এল, এক কৈছো। কিন্তু আজিলৈকে ফল নধৰাত মই আচৰিত হৈছো। এই বিপদৰ সময়ত এই চৰকাৰে কেনেকৈ চলাই নিব। আপোনালোকে দৰং, লক্ষীমপুৰ আৰু অন্যান্য জিলাৰ কথা শুনিছে। মোৰ যি বয়স হৈছে এই সময়চোৱাৰ ভিতৰত এনে কাৰ্য্য, এনে ঘটনা কোনো দিনেই দেখা নাছিলো। কিন্তু এই ৰাজ্যপালৰ দায়িত্বত থকা সময়তে এনে ঘটনা সংঘাটত হ'ল। এই ৰাজ্যপালজন যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে অসমৰ বুকুত শান্তি নাহিব। সেয়েহে মই ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ লগত এক মত হব নোৱাৰো। আকৌ পুনৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কওযে কাগজে পত্ৰই, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ষ্টেটমেণ্ট মতে প্ৰতি পৰিয়ালক ২ হাজাৰ টকা আৰু ৩ বাণ্ডিল টিন-পাত আৰু মৃতক হলে পাচ হাজাৰ টকা দিয়াৰ কথা। কিন্তু কাৰ্য্যক্ষেত্ৰত আমি সেইটো দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে ধাৰাবাহিক এই শাসন নীতি যোৱা ৩০ বছৰে চলি আছে। কাগজে পত্ৰই এটা কথা আৰু ফিল্ডলত হয় বিপৰীত। গতিকেই ৰাজ্যপালৰ ভাষণটো মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। যেতিয়ালৈলে এনে ধৰণৰ ধাৰাবাহিক শাসন

নীতি চলি থাকিব তেতিয়ালৈ অসমৰ শান্তি নাই। চেয়াৰমেন মহোদয়, শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ যিটো কৈছে ৰাজ্যপালৰ ভাষণত বি, এ মহলালৈ ছোৱালীৰ শিক্ষা বিনা মাচুলে দিয়া হব, কিন্তু সিয়ে জানো যথেষ্ট, তাৰ বাহিৰে আৰু বহুত কৰিবলগীয়া কাম শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আছে যিবিলাক বিষেয়ে ৰাজ্যপালৰ ভাষণত কোনো উল্লেখ নাই। উদাহৰণ-স্বৰূপে যোৱা তিনি বছৰে আগতে বাইজে অশেষ কষ্ট ভোগ কৰি কলেজ প্ৰতিষ্ঠ কৰিলে। কিন্তু আজিলৈকে সেই কলেজ বিলাকক 'ৰিকোগনাইজেচন' দিয়া নাই। গতিকে শিক্ষা বিস্তাৰৰ ক্ষেত্ৰতেই যদি হেমাহি কৰে তেতিয়াহলে কেনেভাবে ৰাজ্যখন আগ বাঢ়িব। আজি এই শিক্ষাৰ কথা কবলৈ যাওতে গীতাঞ্জলিৰ এষাৰ কথা মোৰ মনত পৰিছে। চেয়াৰমেন মহোদয়,ৰ অনুমতি লৈ কওঁ প্ৰথমে নাৰ্জিতং বিদ্যা, দ্বিতীয় নাৰ্জিতং ধনং, তৃতীয় নাৰ্জিতং ভাৰ্য্যা, চতুৰ্থে কিংকৰিষ্যতি। গতিকেই পৃথিবীত কিবা কৰিবলৈ হলে এই শিক্ষাই আটাইতকৈ গুৰি। প্ৰথম শিক্ষা লাগিব। সেইদৰে উইচলাম ধৰ্ম্মতো কৈছে যে বিদ্যাই ধন আৰু বিদ্যাই বস্তি। গতিকেই শিক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে। এনে ক্ষেত্ৰত যদি কলেজবিলাকক ৰিকোগনাইজেচন দিয়া নহয় তেতিয়াহলে আমি বা আমাৰ দেশখন কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম? চেয়াৰমেন মহোদয় অসমত যথেষ্ট ঐচৰ্য্য আছে। তলে আছে, প্ৰাকৃতিক গেচ আছে, চাহবাগান আছে যথেষ্ট এচৰ্য্য আছে। কিন্তু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ তুলনাত আমাৰ ৰাজ্যই বহুত পিচ পৰি আছে।

গতিকে, আজি মই এই চৰকাৰক কব খোজোঁ যে যদি শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো স্বাধীন-তাৰ যুগৰ পৰা একেই ধাৰাবাহিক গতিৰে চলি থাকিব লগা হয়, তেনেহলে মোৰ বিশ্বাস দেশখন নচলিব আৰু শাসনো নচলিব। সেই কাৰণে, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো ফ্ৰেম ওৰ্ক সেইটোৰ পৰিবৰ্ত্তন কৰিব লাগিব। আজি আমাৰ কলেজ, হাইস্কুল, এম ই আৰু এল পি স্কুলৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে সেইটো শুনিলে চেয়াৰমেন মহোদয়, আপোনাৰ চকুৰ পানী ওলাব। গাৱঁলৈ গলে আমাক গাৱঁৰ মানুহে আগুৰি ধৰে। স্কুলত ঘৰ নাই, বেঞ্চ নাই। একোটা সমষ্টিত এশ, দেৰশ, আঢ়ৈশ পৰ্য্যন্ত স্কুল থাকে, সেইবিলাক স্কুলৰ কথা ৰাজ্য পালৰ ভাষণত উল্লেখ নাই। যোৱা ২৫। ৩০ বছৰে এই-বিলাকৰ একো উন্নতি নহল। শইকীয়া দেৱৰ নেতৃত্বত কিবা এটা হলেও আমি ভাল পাম।

চেয়াৰমেন মহোদয়, ধুবুৰীৰ মানুহবিলাকে যোৱা কেইবা বছৰ ধৰি এখন বিশ্ব-বিদ্যালয় লাগে বুলি দাবী কৰি আহিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰী কিমান দূৰ সেই কথা আপুনি জানে। ইয়াৰ পিচত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ লাগে বুলিও দাবী আহিছে। কাছাৰৰ বন্ধু সকলেও বিশ্ববিদ্যালয় লাগে বুলি দাবী তুলিছিল। কিন্তু ৰাজ্য-পালৰ ভাষণত এইবিলাক কোনো কথাই উল্লেখ নাই। ইবছৰে কৰিব নোৱাৰিলে, সি বছৰে কৰিব নোৱাৰিলে বুলি যদি পৰি থাকে তেন্তে এইবিলাক দাবী সদায়ে দাবী হৈয়েই থাকিব। এনেদৰে যে দেশখনক আৰু কোন দিনা আগুৱাই আনিব কব নো-নোৱাৰোঁ। চেয়াৰমেন মহোদয়, এই কাৰণেই মই ৰাজ্যপালৰ ভাষণত এক মত হব নোৱাৰিলোঁ।

স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক কথা উল্লেখ কৰিছে, সেইবিষয়ে দুই-এটা কথা মই নকৈ নোৱাৰিলো। প্ৰাইমেৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বোৰৰ যি অৱস্থা সেইটো আপুনি জানে আৰু মাননীয় সদস্য সকলেও জানে। আমি যি সকল গাৱঁৰ মানুহৰ প্ৰতিনিধি হৈ আহিছোঁ তেখেত সকলেও সময়ত কব। গাৱঁৰ মেডিকেল চাব চেণ্টাৰবিলাকৰ যিটো অৱস্থা সইটো দেখিলে আমাৰ এনে ভাৱ হয় যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই সচাঁকৈয়ে স্বাধীনতা লাভ কৰিছে জানো? আমিযে স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষত জন্ম লাভ কৰিছো সেই কথা নিজৰে বিশ্বাস নহয়। কিয়নো, এই পবিত্ৰ সদনত এইবিলাক বিষয়ে আমি আগতে বহুবাৰ আলোচনা কৰি আহিছো। কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই কথাৰ কাৰ্য্যকাৰিতা আমি দেখা

পোৱা নাই। ধাৰাবাহিক হিচাপে যিটো চলি আহিছে সেইটো কে আজিও চলি আছে। যি কথা আমি কাৰ্য্যত পৰিণত কৰিব নোৱাৰো সেই কথা আমি নোকোৱাই ভাল যি কথা কৈ বাস্তবত পৰিণত কৰিব নোৱাৰো সেই কথা কলে পাপ হে হয়। যি চৰকাৰে যি কাম কৰিব নোৱাৰে সেই চৰকাৰে সেই কথা কোৱাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। চৰকাৰ এটা জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে ভুল বিবৃতি প্ৰচাৰ কৰি শাসন তন্ত্ৰ চলাই আমাৰ দেশখনক ৰসাতলৈ লৈ গৈছে। এইবোৰ কথা ভালকৈ ভাবিব লোৱাৰ কাৰণে চেয়াৰমেন মোহদয় মই আপোনাৰ যৰিয়তে চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলোঁ।

চেয়াৰমেন মোহদয়, বৰ্ত্তমান অসমৰ পৰিস্থিতি আপুনি জানে। ১৯৭৯ চনৰ জানু-জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এটা সংক্ৰামক বেমাৰে ইয়াত দেখা দিছে। ইয়াৰ আগতে অসমত যে বিদেশী নাগৰিক আছে তাৰ এটা শব্দও আমি শুনা নাছিলো। মই অসমতে জন্ম গ্ৰহন কৰি অলপ হলেও পঢ়া-শুনা কৰি দুই এবছৰ কলেজতো কাম কৰি আহিছো। আৰু এতিয়াও হিচাপ কৰিলে বয়স ৩০ বছৰৰ ওপৰ হব। ইমান দিনে কিমান এচেমলি হৈ গল বহিৰাগতৰ কথা আমি শুনা নাছিলো আৰু শুনা নাছিলো বাহিৰা মানুহৰ ভোটেৰে চৰকাৰ গঠিত হৈছে বুলি। ১৯৭৯ চনৰ পৰা এই বেমাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু বহিৰাগত মানুহৰে ভোটেৰে আজি নিৰ্ব্বাচিত হৈ আহিছোঁ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু কোৱা হৈছে এই সদনত আমাৰ কোনো কথা কোৱাৰ অধিকাৰ নাই। চেয়ৰ-মেন মহোদয়, যদি সচাকৈয়ে অসমত ইমান বহিৰাগত মানুহ আছে তেন্তে আজি তিনি চাৰি বছৰ ধৰি এই সমস্যাটোৰ সমাধান কিয় হোৱা নাই? আমাৰ প্ৰধান মন্ত্ৰীয়ে তিনি বছৰৰ আগতে এই সমস্যাটোৰ সমাধান কিয় কৰিব পৰা নাই? তেখেতে এটা কথা অন্ততঃ কওক যে এই সকল লোক দেশ এৰি গুচি যাওঁক। বিষেশ এটা শ্ৰেনীক ভয় কৰি ভাৰতৰ প্ৰধান মন্ত্ৰীয় এনে ভয় আৰু তিক্তৱাৰ সৃষ্টি কৰাটো ভাল হোৱা নাই।

চেয়াৰমেন মোহদয়, মই আপোনাৰ জৰিয়তে মুখ্য মন্ত্ৰী শ্ৰীহিতেশ্বৰ শইকীয়াদেবক অনুৰোধ কৰিব বিছাৰো ছে তেখেতে ৰাজত্ব কৰক আৰু ৰাজ্য শাসন কৰক তাত আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু এই বিদেশী সমস্যা সমাধান নকৰি যদি এইদৰে আৰু বহুত দিন জীয়াই ৰাখিব খোজে তেন্তে ইয়াৰ পৰা চৰকাৰক মুক্তি দিয়া উচিত নহব ।

অধ্যক্ষ মহোদয়, ইছলাম সমাজৰ কথা আপুনি জানে।

চেয়াৰমেন মোহদয়, ইচলাম ধৰ্মত মুছতলমান সমাজত এইটো বিশ্বাস আছে আৰু আদৰ্শ আছে যে গোটেই পৃথিবীত সাতটা বস্তুৰ লগত এটাচমেন্ট থাকিব লাগিব নিজৰ দেশক মাতৃৰ নিচিনা মৰম কৰিব লাগিব ভাল পাব লাগিব। মই মুছলমানৰ ঘৰত জন্ম গ্ৰহন কৰিছো। মাতৃভূমি কাক কয়, কেনেকৈ মানুহৰ মাজত বসবাস কৰিব লাগে জানো। আনৰ পৰা শিকিব নালাগে। আজি কিছুমান নেতাই আমাক শিকাবলৈ বিছাৰিছে যে আমাৰ দেশ প্ৰেম নাই, দেশক ভাল পাব নাজানো।

আজি আমাৰ দেশত যিটো বিদেশী সমস্যা হৈছে তাৰ প্ৰতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা সদস্য সকলক অনুৰোধ জনাইছো যে এই অৱস্থাটো আমি যদি সুশৃঙ্খল নকৰো, চিন্তা নকৰো তেন্তে বিদেশৰ পৰা মানুহ আহি আমাৰ ৰাজ্যৰ কথা চিন্তা নকৰে। শ্ৰীশইকীয়া ডাঙৰীয়া এসময়ত গৃহমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে আছিল আৰু তেখেতৰ কাৰ্য্যকলাপ মই জানো। মই বিৰোধী পক্ষত থকাৰ কাৰণে সত্য কথা লুকাই ৰাখিব নোখোজো। তেখেতক মই টানি অনুৰোধ কৰিছো অসমত যি জুই জলিছে সেই জুই নুমাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। অসম দেশৰ সকলো শ্ৰেণীৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিব যাতে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰে। এই খিনিকে কৈ সামৰণি মাৰিলো। ভুল ভ্ৰান্তি হলে ক্ষমা কৰিব। জয়হিন্দ ।

শ্রীসত্য তাতী ঃ—

চেয়াৰমেন মহোদয়, ৰাজ্যপালৰ ভাষণ মজুমদাৰে যিটো সমৰ্থণ কৰি কলে সেইটো সমৰ্থন কৰি আপোনাৰ ওচৰত কিছুমান কথা ব্যক্ত কৰিব বিছাৰিছো। ইয়াত বিদেশী নাগৰীকৰ বীজ সম্পৰ্কত উপৰোক্ত বক্তা সকলে কৈ গৈছে। ১৯৭৮ চনত জনতা চৰকাৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰক বিৰোধী দলত ৰাখি গাদীত বহিছিল। তেতিয়া হীৰালাল পাটোৱাৰীৰ মৃত্যুতৰ পিছত মঙ্গলদৈত বিদেশী নাগৰিকৰ বিষয়টো উৎথাপন কৰিছিল। তেখেত সকলৰ উত্তৰাধিকাৰী অসম জনতাই এইটোত সকাহ দিলে। তেখেত সকলৰ দিনত আন্দোলন আৰু বেছিকৈ গঢ়ি উঠিছে। এই নিৰ্ব্বাচন ভাৰতবৰ্ষৰ ওছৰত বা প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ ওচৰত কোনো বিকল্প ব্যৱস্থা নাছিল। সেয়ে নিৰ্ব্বাচন আমাৰ মাজলৈ আহিল। এই নিৰ্ব্বাচন গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে বিছাৰিছো। আৰ, এচ, এচ, পাৰ্টি, জনতা পাৰ্টি, ভাৰতীয় লোকদল আদিয়ে এই নিবাচনৰ বিৰোধিতা কৰি এই আন্দোলনত বেছিকৈ সকাহ দিলে। অসমৰ চোকে-কোনে এই নিবাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল। কিন্তু মন থকা সত্বেও সেই নিবাচনত বাধা পৰাৰ কাৰণে আমি যেনে ধৰনৰ ভোটত আহিব লাগিছিল তেনে ধৰণে আহিব পৰা নাই। কিন্তু আমি সকালোৱে এই নিবাচনত জয়যুক্ত হৈ আহিছো। আমি মজদুৰ সকলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি অসমত বসবাস কৰিছো। নিজৰ ভাষা কৃষ্টি বাদ দি অসমীয়া জাতিৰ কলা কৃষ্টি, অসমীয়া সাহিত্য অধ্যায়ণ কৰিছো। অসমীয়াৰ লগত মিলি যাবলৈ বিছাৰিছো। কিন্তু বৰ্ত্তমান কান্দিবলৈ লাগিছে। অসম দেশক সাৱতি লৈ কাম কৰি আহিছে। যি সকল মজদুৰে ভোট দিছে তেওঁলোকৰ লৰা-ছোৱালী আজি স্কুললৈ পঢ়াৰ কাৰণে যাবলৈ হাহাকাৰ হৈ গৈছে। আমি অসমীয়া হৈ আছো। অসমীয়াৰ মাজত কেতিয়াও বিভেদ অনা নাই। কিন্তু আমাৰ লৰা ছোৱালী বিলাকক পঢ়াত বাধা দিছে। ৰাস্তালৈ গলে প্ৰাণ হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছে। নিৰুপায় হৈছে, ভয় হৈছে। মজদুৰ সকলে কাকো হিংসা কৰা নাই। গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ভোট দিছে। আন্দোলন কাৰীয়ে কৈছে মহা মানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শত আন্দোলন চলিছে। মই এই কথা ভুল বুলি কৈছো। মহা মানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ নামত হত্যা কৰা হৈছে। মজদুৰ সকলে বাগিছাই বাগিছাই ১৫ আগষ্ট, ২৬ জানুৱাৰী উলহ মালহেৰে পালণ কৰাৰ ইতিহাস আছে। মজদুৰ সকলে মহা মানৱ মাহাত্মা গান্ধীৰ কথা নাপাহৰে। কিন্তু ১৫ আগষ্ট আৰু ২৬ জানুৱাৰী পালণ কৰাত বাধা দিছে। তেখেত সকলে পালণ কৰিবলৈ যাওঁতে মানুহক ভয় খুৱাইছে। ঠায়ে ঠায়ে পতাকা কাঢ়ি লৈ যোৱাটো প্ৰমাণিত হৈছে। প্ৰমাণ দিয়া স্বত্তেও চৰকাৰী অফিচাৰ বা পুলিচ বিষয়া সকলে সেই কাম হাতত নলয়। এতিয়া কিছু কিছু মানুহ নিখোজ কৰি পেলাইছে, হত্যা কৰি পেলাইছে। মোৰ সমষ্টিৰ এজন যুৱকে কিতাপ লৈ আহিছিল, নিৰ্ব্বাচনৰ কাম কৰা নাই-তেওঁক বিছাৰি পোৱা নাই। পুলিচ বিষয়া সকলে একো কাম কৰিব পৰা নাই। এই নিৰ্ব্বাচনত আমি অংশ গ্ৰহণ কৰি আহিছো। কিছু কিছুৱে কৈছে এই নিৰ্ব্বাচন অবৈধ। কিন্তু বাধা যে প্ৰদান কৰিছে এই কথাটো তেখেত সকলে চিন্তা কৰা নাই। মই কওঁ এই নিৰ্ব্বাচন সম্পুৰ্ন অবৈধ। এই কথাটো কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে সেই কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব খোজো যে যি সকল ভোটাৰে ভোট দিলে তেওঁলোকৰ লৰা-ছোৱালীয়ে পঢ়া-শুনা কৰিব নোৱাৰিলে আমি মজদুৰ মজদুৰ হৈ থাকিব লাগিবনেকি? মহা মানৱ মাহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শত দেশত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত আমি ভোটাধিকাৰ পাইছো। সৰু থাকোতে দেখিছিলো যে আগতে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে জমিদাৰ বিলাকে ভোট দিছিল। কিন্তু মজদুৰ সকলক ভোট দিব দিয়া নাছিল।

---

*Speech not corrected.

(At this stage Shri Altuf Hussin Mazumdar, Chairman, who was in the Chair vacates the Chair and Mr. Speaker occupies the Chair).

Mr. Speaker:- order, order, Hon'ble Member Shri Tanti will resume his speech after lunch at 2-30 p. m. The house now stands adjourned till 2-30 p. m.

After lunch

The house re-assembled after lunch with Mr. Speaker in the chair.

Mr. SPEAKER—Before we start I would like to inform the House that we have got 15 speakers for to-day. To-morrow is friday and we will sit from 9 A. M. to 11-30 A.M. and it cannot be extended. After the remaining speakers complete their speeches the the Chief Minister will reply and that will be done tomorrow. After that the mover of the motion will have right of reply and he will have to be given the time. So it will be helpful if the hon'ble members try to shorten their speeches and conclude the debate today.

Now, I request the hon'ble member Shri Satya Tanti to resume and after he concludes Umaruddin Sahib will speak.

অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এতিয়া অসমীয়া কথা কৈ অসমীয়া ভাষা কলা-কৃষ্টিৰ ভিতৰুৱা হৈছো। বৰ্ত্তমান স্কুল বিলাকত নিৰ্ব্বাচনত কাম কৰা কৰ্মী আৰু নিৰ্ব্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰা লোক সকলৰ লৰা-ছোৱালীক ভয় ভাব দেখুৱাইছে। গতিকে মই শিক্ষা মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাওঁ বাগিচাত যিবিলাক স্কুল কলেজ আছে সেই বিলাকত অনুদান দিয়াত বিশেষ মনোযোগ দিব লাগে।

বিদেশী নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ যে বিদেশী নাগৰিক কোন সেই কথা ভাৰত চৰকাৰে জানে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে যে সংবিধান মতে মে মাহৰ আগ ভাগৰ পৰা বিদেশী নাগৰিকৰ চিনাক্তকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হব। মোৰ বোধেৰে ১৯৭১ চনক ভিত্তি বৰ্ষৰ হিচাবে ধৰি মে মাহৰ আগৰে পৰাই কাম আৰম্ভ কৰি দিব লাগে। লগতে বাংলাদেশ অসম সীমান্তৰ ওচৰৰ ঠাই সমূহ জনশুন্য অঞ্চল হিচাবে ঘোষণা কৰিব লাগে। এই খিনি কাম যাতে অতি সোনকালে হাতত লয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনালো। এইক্ষেত্ৰত সদনৰ ভিতৰে বাহিৰে আন্দোলনকাৰী সকলে যি কথা কৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আকোৰগোজ মানোভাৱ পৰিত্যাগ কৰি বিদেশী বিতাৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰিব লাগে। কাৰণ তেওঁলোক আকোৰগোজ মনোভাৱ লৈ আন্দোলন চলাই থকাৰ ফলত দেশৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে

*Speech not corrected.

মানুহ ভয় আৰু সংশয়ৰ মাজেৰে দিন কটাবলগীয়া হৈছে। গতিকে তেখেত সকলক মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰো তেখেত সকলে আকোৰগোজ মনোভাৱ এৰি চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰে।

অধক্ষ্য মহোদয়, ৰাজ্যপালৰ ভাষণত যদিও বহুতো কথাই লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে তথাপি মই কব খোজো যে অসম চাহ নিগমৰ ১৮ খন চাহ বাগিচাৰ ৩৩ হাজাৰ চাহ মজদুৰে কাম কৰি আছে। কিন্তু টিপ্লেনটেচ্যন এৰ্কট" আৰু ইণ্ডাচষ্ট্ৰিয়েল একট ত যি বিধি বিধান আছে সেই মতে এই ৩৩ হাজাৰ মজদুৰে সুবিধা পোৱা নাই। তেওঁলোকে অৱসৰ বনাচ পোৱা নাই। তাৰোপাৰি তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰৰ টো অৱস্থাই নাই। গতিকে এই ৩৩ হাজাৰ মজদুৰৰ সবিধাৰ কাৰণে ৰাজ্যপালৰ ভাষণত উল্লেখ থাকিব লাগিছিল। মই মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শ্ৰম মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাওঁ নিগমৰ অন্তৰ্গত বাগিচা সমুহৰ মজদুৰ সকলৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষ ভাৱে মনোযোগ দিয়ে যেন।

মহকুমা আৰু জিলা গঠনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজপালৰ ভাষণত উল্লেখ আছে। কিন্তু মোৰ অঞ্চলত ১৯৭৮ চনৰ ২২ ডিচেম্বৰ তাৰিখে শিৱসাগৰ জিলাৰ চুনাৰী মহকুমাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু আজি পৰ্য্যন্ত এই মহকুমাটো অৱহেলিত হৈয়ে আছে।

এই অঞ্চলটো অৰুনাচল আৰু নগালেণ্ডৰ মাজত অৱস্থিত। ইয়াত প্ৰায়ে অশান্তি হৈ থাকে। তাৰোপৰি নামৰূপৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ আহিবলৈ যাতায়তৰ বৰ অসুবিধা। মজদুৰ আৰু অন্যান্য দুখীয়া ৰাইজে কোৰ্ট কাছাৰীৰ কামত শিৱসাগৰলৈ যাবলগীয়া হলে তাত দুই এদিন থাকিবলগীয়া হয় আৰু সময়মতে গৈ নাপালে জৰিমনা আদিও ভৰিবলগীয়া হয়। গতিকে চুনাৰী মহকুমাটো অতি সোনকালে জিলা হিচাবে ঘোষণা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনালো।

অধক্ষ্য মহোদয়, এই সদনত দুই এজন মাননীয় সদস্যই কৈ গৈছে যে অসমত বিদেশী নাই। মই কওঁ যে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ হাতত তথ্য আছে আৰু চৰকাৰেই ইয়াৰ সংখ্যা দিব। কিন্তু বাহিৰত বিদেশীৰ যিটো সংখ্যা প্ৰচাৰ হৈছে সেই সংখ্যাটোৱে বহুতৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে প্ৰত্যেক সমষ্টিতেই একোটাকৈ 'ট্ৰাইবনেল' গঠন কৰি সংবিধান ভিত্তিত অতি সোনকালে বিদেশী চিনাক্ত কৰণৰ আৰু বহিষ্কৰণৰ কাম হাতত লব লাগে। লগতে সদনৰ পৰাও এই সম্বন্ধে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ব্যৱস্থা লবলৈ অনুৰোধ কৰিব লাগে। শেষত ১৯৭১ চনক ভিত্তি বছৰ হিচাবে লৈ অতি সোনকালে বিদেশী বহিষ্কৰণৰ কাম হাতত লব লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো।

Shri Md. UMARUDDIN—Mr. Speaker, Sir, I rise to speak a few words in support of the motion moved by Shri Majumdar on the Governors address. I have gone through the address. It is a fairly comprehenstve document touching upon various aspects of the the administration, devolopment plans and other matters which generally come within the purview of such an address but I was greatly distressed with the contents of the first three paragraphs of the address. These have referred to the recent disturbances and the have which has been wrought all over the state affecting certain communities in very large numbers.

To understand the whole situation in its true perspective, I would say that the present disturbance is the culmination of a process and that process started many years ago. Maulana Abdul Jalil Choudhury rightly pointed out that it began with the immigration of people from Bengal into Assam for settlement of land. Other people also came and they came for trade, for commerce, for service and other professions. Here, the whole objective of the movement is eforeign nationals. Now, who are those foreign nationals ? It is not that only now this question has arisen-it has arisen many years ago. It started once in 1961-62 and before that also, though not in this form but in other forms. Here, unless I give the whole history I think the Hon'ble Members will not be able to appreciate the full implications of the whole problem. If you are to solve the problem you must see through its true perspective, the historical background and other relevant aspects.

Sir, about 30 or 40 years ago, Assam, not the present Assam but the undivided Assam was a very peaceful place to live in. People used to say that Assam is the 'shangrilla' of the east. 'Shangrilla' means paradise on earth. Now Assam has so much changed and the attitude of people also has so changed that I do not know what is going to happen in the near furure. In fact, the whole generation has been fast changing in their outlook on social and political problem. Sir, I had been in Government service for a long time I was a Revenue Officer and I know that there was immigation in this State as far back as 1880. I started first in the district of Goalpara which was a permenently settled area. Land was available there for settlment and the Zamindars brought people from Mymensing and other places of the then East Bengal. Such immigration had not touched the indigenous people, but in certain other areas, large tracts of land remained undeveloped, particularly in char areas. In fact, in greater part of Assam shifting cultivation was practised. People did not remain stuck of one piece of land; they shifted from one place to another for virgin land to cultivate, to get better crop. Therefore, the Annual Patta system was in vogue. Those lands which were kept under cultivation continuously for 10 to 15 years become periodic with heritable and transferable right. So, the flow of people from outside continued. Some voice of protest was raised by leaders of the Assamese community irrespective of caste or creed that immigration of people in

such large numbers might jeopardise the economy and other interests of the Assamese people, but it continued. When the popular Government was established under the Government of India Act, 1935, this matter was taken up. The problem was studied but the demand continued to stop further immigration. Therefore, Sir, the 'Line system' was introduced to safeguard the interests of the indigenous people, and land which was not immediately required or might be required in future were thrown open to settlement with immigrants but it was restricted fixing the limit of area of land to settle with each family under what was known then as 'colonisation system'. Then in 1945 this matter came to a head. Sadulla Government was in the power. Late Gopinath Bordoloi also was the leader of the then Congress Legislature Party. They had a discussion as to how to effectively protect the interests of the indigenous people. In an agreement then reached an embargo was placed on future settlement to immigrants who had come to Assam after 1938. An ipmortant aspect in that agreement was the creation of Tribal Blocks, Tribal Belts with a view to safeguard the interests of the tribal people. Sir, after the partition in 1947 there was an influx of refugees into Assam from East Bengal which then became East Pakistan. The refugees were Hindus. Our State had also to share the responsibility as a national obligation to accommodate some of these people. So far as our Government is concerned, they also took certain responsibilities. I think 5/6 lakhs of people we took for rehabilitation from the year 1948 onwards. Then again, when the partition took place there was immigration of muslims to East Pakistan from some districts of West Bengal and Bihar. In the western sector some sort of transfer or exchange of population took place after large scale riots and colossal loss or of human lives ; but so far as Assam is concerned, Muslims did not migrate to East Pakistan because they had full faith in the Government of Assam that they would be able to live here in peace and amity with their Assamese neighbours and they considered this State their home. Even at the commencement of immgration as far back as 1920 in the temporarily settled areas in the districts of Kamrup, Nowgong and Darrang, the immigrants began to adopt Assamese as their medium of instruction. This was, indeed, a commendable gesture on their part. I know this because I was the S. D. O. Barpeta in 1946. The leaders of the Assamese communities also desired this and appreciated this gesture. Gradually, all of them immigrants-adopted Assamese as their medium

of instruction because in all the Primary schools the medium of instruction was then Assamese even though their own mother tongue was Bengali. This they did because they wanted to live in peace in Assam and identify themselves with the people of Assam so as to have both cultural and economic integration.

Sir, I want to ask the Hon'ble members, has there been any such gesture anywhere in India or elsewhere people giving up their mother tongue and adopting another language so as to create confidence in the mind of their Assamese nighbours ; and they did proclaim that "we are not foreighners, we are a part and parcel of Assam" ; but yet there was trouble. But with the partition when the Muslim population because of their faith in the Government and their Hindu neighbours that they would be able to live in peace and amity did not migrate to East Pakistan. But a section of the interested people raised a hue and cry that lakhs and lakhs of muslims had crossed over to Assam from East Pakistan and there was so much of pressure put on the Parliament by then interested quarters that the Government of India was hustled into enacting an Act known as Assam (Expulsion) of Illegal Immigrants Act. That was in 1949 or a little later. It might have been even earlier. Immediately following the promulgation of the Act some interested people began a whispering campaign among the indigenous Assamese and tribal people that the Government of India had passed an Act to drive away the Muslims from Assam to East Pakistan for the creation of which they had campaigned. A wave of organised violence started. There was widespread arson and thousands of houses were burned down and lakhs of people rendered homeless. The whole of Goalpara district from North to South came under the conflagration. Sir, I was a witness to the scene, and nearly two lakhs people from Goalpara district alone were rendered victims of this drive. In the Barpeta Sub-division about 60,000 people were rendered homeless and they were compelled to seek shelter in East Pakistan. Thirty to forty thousand Muslims were similarly rendered homeless in the district of Darrang and elsewhere in Assam. No such thing happened in the district of Nowgong and that was because of the efforts of a benign leader—a like late Motiram Bora. Among these two lakh people sir, were many indigenous people also, but they were also expelled by force. Sir, this had brought a

serious crisis, a crisis involving a challenge to the very basic concept of secularism in India. Under the guidance and leadership of Mahatma Gandhi and Pandit Nehru, ours became a secular State. But on account of this development, we were faced with a challenge as to whether we were going to take those affected people back to India or they would be forced to live in East Pakistan. Some political forces who engineered the riot wanted that they should remain in Pakistan and had no right to come back to India.

This gave rise, as I said, to a challenge to the very ideal of secularism. Therefore, the then Prime Minister of India, Pandit Nehru and the then Prime Minister of Pakistan, late Liaquat Ali Khan, entered into an Agreement known as Nehru-Liaquat Pact of 1950. Under this Pact, those displaced people—all Muslims who were in Indian Union before that year would be treated as Indian citizens and allowed to return to India. So those Indian citizens who had to cross over to East Pakistan earlier, were to be taken back and rehabilitated. Sir, I and some other local leaders took active part in the rehabilitation of these displaced people in the district of Goalpara. There was fortunately a change of attitude which gradually took place on the part of the both the Hindu and the Tribal neighbours. In rehabilitating these people both Hindus and the Tribals came forward with all sorts of help having realised their mistakes. That showed the true character of tolerance and good-will of these people. I was happy to see this mutual understanding being re-established, and peace prevailed. That mutuaul understanding and good neighbourliness sustained amongst all religious, linguistic and ethnic groups was then prevailing in Assam. Then came 1961 there was a Census operation and a large increase of muslim population was observed. This matter was given much publicity in the Calcutta Press representing that this increase in population was due to large scale infiltration of foreighners—the Muslims in particular from the then East Pakistan. I went into the cause, and as I studied the problem it became obvious that the increase of Muslim population in the census of 1961 was due to the inclusion of these displaced people who were omitted from the Census of 1951—though the houses of these people were numbered and population registered as part of the preliminary Census operation but they could not be counted on the final enumeration day

which fell due after the riot in early 1950. At the time of the final enumeration no houses were found on the sites nor the population who resided there permanently before. Mr. Vagaiwalla, the Supdt. of Census, Assam in his concluding paragraph of the Report on Census of 1951 specifically said that in the district of Goalpara-the worst affected-population increase was 4%, while in unaffected districts it was 20%. In some other riot effected districts there was not only no increase but decrease. Mr. Vagaiwalla categorically observed that with the return of those displaced people who were earlier expelled but come back later as per the Nehru-Liaquat Pact, would reflect a higher rise in 1961 Census in the riot affected districts. Taking advantage of the higher increase of Muslim population in Goalpara and other riot affected districts a section of the Calcutta Press and some interested politicians in the State raised hue and cry that several lakhs of East Pakistan Muslims had infiltrated into Assam causing danger to its security. Then the Government of Assam started deporting some Muslims giving full authority of deportation to the S. Ps under the Foreigners Act. There was no legal or other safeguards for persons rightly or wrongly detected as foreigners with the result some genuine Indian citizens were also expelled. In their enthusiasm some S. Ps signel blank deportation notices and left names to be filled by local officers according to their sweet will. That was the most unfortunate state of affairs. I as a Member of this August House at that time raised a protest against this irresponsible manner of handlinq the deportation operation. At that time, Maulana Abdul Jalil Sahib was also there and he supported me and there was support from other Members as well. After a lot of discussion and agitation, it was decided to consult the National Register of Citizens compiled in course of the 1951 Census operation and to set up Tribunals to examine the cases of people claiming to be Indian citizens. Even so, deportation continued for several years and as a result about 1,92,000 Muslims were deported between 1961 and 1971. Then came the Bangladesh War in 1971, and about 11 lakhs of refugees from erstwhile East Pakistan entered Assam due to the war situation and oppression by West Pakistanis. The total figure migt be even 1 crore including migration to other States. Then again apart from the refugees housed temporarily in camps there were others who sought shelter elseshere. After the Bangladesh State came into being, these people were sent back. Some of them did not return and stayed in India illegally. It is difficult to estimate their

number. Due to change in the political situation in the country and to foster could neighbourly relations between Indian Union and the newly born State of Bangladesh the process of deportation was kept under suspension. Non talked about it. Now after 8 years or 9 years, the issue arose in the State as a foreigners issue. The agitation was spearheaded by the All Assam] Students Union and Gana Sangram Parishad. Sir, during the Janata regime, in the name of elimination of foreign nationals from the Voters' Lists, detection and deportation by Police personnel was started and many were forced back into Bangladesh. This time it is not the Muslim alone, but also some Hindu refugees who had been earliar rehabilitated in the State were deported. They said, population had increased enormously. I agree with that. The rate of increase in the population is one of the highest in Assam compared to other parts of the country.

In the decadal census the increase of population was 34·98%. From 1951 to 1961 and 34.94% from 1961 to 1971. Though there was no census in 1981, the Registrar General of India estimated the increase at 36.6% from 1971 to 1981. The cumulative increase of extra population on the basis of the all India average was estimated to be about 44 lakhs. This extra burden of population to the tune of 44 lakhs caused a considerable amount of concern and the agitators described this 44 lakhs of people as foreign nationals. Some of them may have come from other parts of India or the demographic growth might have been higher as compared to the national average rate of growth. We have seen in Gauhati every day new business establishments are being set up and people from out side the state have been coming in. They may be Punjabis, Biharis, Bengalis and so on. This is largely because of economic factors. As we expand our development plan expenditure in various spheres and create fresh employment opportunity there is bound to be in-flow of out side people. Unless the local people take advantage of the employment opportunities people from out side the State will come and avail of such opportunities. Aftcrall there cannot be any economic vacuum anywhere. Our people do not like taking to hard works. They want easy jobs such as working in offices etc. Therefore Sir, when this matter came up in the House in 1969 or 1970, this House by a resolution constituted the Employment Review Committee. The Committee studied all aspects of the matter and made com-

prehensive recommendations. I was myself Chairman consecutively for six years. But if we instead of taking advantage of the opportunities go on saying that all the people who are employed here are all foreigners, that is bound to have dangerous repurcussion. Now this issue has gained tremendous proportions. Talks on settlement of the foreign national issue has been going on for the last three years. I do not understand why the talks should go on indefinitely. Had the issue been negotiated with certain amount of determination or even a unilateral decision had been taken then definitely the situation would not have come to this pass. Therefore Sir, my point is that since many of the hon'ble members have given specific accounts of the disturbances, house burning and killings, etc. I do not like to deal with the details. It is really a grim picture and I feel that we are on the brink of a precipice. If we take one false step we will be doomed. Not only the Muslims and Bengalis, but even the Assamese people belonging to the various political parties who wanted election, who wanted to fulfil the Constitutional obligation are being threatened and even members of their family have not been spared. The agitators and thir supporters have the liberty to boycot the election, but they cannot force others not to participate in the election by physical force. On the eve of the election there was a systematic preparation by the agitators in collusion with some officers of the Government otherwise they could not have caused such horible destruction of life and property. The first requirement at this stage is to strengthen the administrative machinery and at the same time take all possible steps to repair the damages of disturbance and to take prompt and effective steps for rehabilitation of the victims. Government have allotted Rs. 44 crores to provide relief. It is not the question of amount, it is the question of magnitude of human misery, it is the question of human life. I don't mind even if Rs. 100 crores are to be spent. A systematic programme should be drawn up for rehabilitation. Sir, as the situation stands the relief alone cannot bring normalcy unless the gap in the emotional relationship, the emotional divide that has been created is bridged. If we love the State of Assam, if we want the prosperity of the State then the sociomoral approach should be brought to bear on the issue. While considering the gravity of the situation we have a big responsibility to fulfil in this regard. A fear psychosis has developed on the part of agitators that the future of the Assamese is bleak, and

such fear psychosis generates a violent and malignant mentality. Therefore, with a view to wean them out of this atitude, appeal to the agitation leaders to abjure violence and come to the negotiation table, take a rational view o the matter as by such approach alone we can bring normalcy in Assam. Sir, we are facing dangers every day. Every day there are bomb blasts, arson, murders and so on. Assam is passing through a grim period of its history which may dritt the State into the canyon of destruction. I feel that we should organise peace missions consisting of different coumunities, leading members of public, educationists etc. so that sanity returns. If we approch the problem in its right perspective, I am sure peace and amity will return, With these words Sir, I conclude.

শ্ৰীপুস্পধৰ পেগু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত সমৰ্থন জনাব খুজিছো। তেখেতৰ ভাষণত সকলো কথাই কম বেছি পৰিমানে সামৰিছে যদিও আৰু বেছি হব লাগিছিল। কিন্তু ভাষণত লিখা আছে যে কম সময়ৰ কাৰণে সকলো কথা সামৰিলব পৰা নগল। চাৰ এটা কথা ৰাজ্যপালৰ ভাষণত কৈছে।

নিৰ্ব্বাচনৰ আগে আগে বা নিৰ্ব্বাচনৰ সময়ত সেই অঞ্চল বিলাকত যোগাযোগৰ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছিল। এতিয়াও কিছু অসুবিধা চলি আছে। তালৈ অহাযোৱা কৰিবৰ নোৱাৰা হ'ল। মই আশা ৰাখিছো অতি সোনকালেই যেন সেই অঞ্চল বিলাকলৈ যোগাযোগ ততপৰ কৰিব লাগে। মোৰ সমষ্টি জোনাইৰ কথা কৈছো। ১৪ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ভোটৰ তাত জলাই দিয়া হ'ল। লগে লগে এই খবৰ শুনি মই ১৪ তাৰিখ ৰ দিনা ১১ টা মান বজাত তালৈ গলো। মোৰ হাতত ভোটাৰ লিষ্ট মোৰ জন্ম জেগাতহে আছিল মই আনিবলৈ গলো। ভোটাৰ কেন্দ্ৰলৈ আহোতে ১৫ মিনিটৰ পাচতে সেইদিনা প্ৰায় পাচশজনমান লোকে যুদ্ধৰ সজ্জাৰে মোক ঘেৰাও কৰি ধৰিলে। মোৰ বোধেৰে এইটো প্ৰিপ্লেন আছিল যাতে ভোট দিবলৈ আহোতে হত্যা কৰিব পাৰে। তাত প্ৰায় বেচিভাগ মানুহৰ ভিতৰত বিভিন্ন পাৰ্টিৰ মানুহ আছিল। আক্ৰমণ কাৰীৰ বেচিভাগেই লোকদলৰ সক্ৰিয় সদস্য, চেক্ৰেটাৰী তাত আছিল। আৰ এস এচ ৰ ট্ৰেইনিং লোৱা লৰা বিলাকক তাত দেখ পাইছিলো। কিছুমাণ লৰাক মই তাৰে চিনি পাওঁ, নামো জানো, অকল সেয়ে নহয়ে জনতা পাৰ্টিৰ, মানুহো তাত দেখা পাইছিলো। সেইসকলে লগলাগি মোক বেয়া ভাৱ আক্ৰমণ কৰে। মোৰ লগত মোৰ ওৱাইফ আৰু সৰু লৰাটো আছিল। জীপ গাড়ীতে মোৰ লগত চেকুৰিটি আছিল আৰু বুলেটত মোৰ লৰা আছিল। আমাক হঠাত আক্ৰমণ কৰাত চেকুৰিটিয়ে কোনমতে ৰক্ষা কৰিলে। বুলেটখন জ্বলাই দিলে। মই বক্ষপুত্ৰৰ চাপৰিলৈ গলো। তাতো পহু খেদা দি মোক খেদি ফুৰিলে। ডাঠ জংগল থকাৰ কাৰণেই হাবিৰ মাজত সোমাই কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলো। মই দুখেৰে কবলৈ বিছাৰিছো এইবিলাক ছাত্ৰসন্ঠাই কৰিলে নে নাই কৰা, কিন্তু তাত কোনো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা মই দেখা নাই। তাত দেখিছো আৰ, এচ, এচ ৰ আৰু লোক দলৰ মানুহ দেখিছো, জনতা পাৰ্টিৰ মানুহ দেখিছো আৰু দেখিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বহুত মানুহ। যিবিলাকে লগ লাগি এই কাণ্ড কাৰখনাবোৰ ঘটাইছিল।

Mr. SPEAKER:—Order, the Chief Minister is going to give a statement regarding Assam and Nagaland border at 5 P. M. to-day. So, I request the Hon. Members, who will speak, to try to make their speech a little concise.

শ্ৰীপুস্পধৰবংশেও তাৰ পিচত তেনে ধৰণে গোটেই ৰাতি চৰে চৰে বিশকিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিচত মই পিচীদিনা খন ১৯টা মান বজাত পুলিচৰ সহায়ত উদ্ধাৰ হওঁ। মোৰ এজন পি, টি, চিৰ বন্ধু শ্ৰীবসুমতাৰীয়ে হেনো উদয়াচলৰ কথা কৈছে আৰু গহপুৰত অকল ট্ৰাইবেল মানুহ মৰিছে বুলি কৈছে। মই তাত একমত হ'ব নোৱাৰো। মই আগতেও কৈছো যে জোনাই মহকুমাত যিতো ঘটনা হৈছে এই ঘটনাৰ বৰ্ণনা মই আপোনাক দিব পাৰো।

বহুতে কৈছে যে নেলীত যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰাণ হানী হৈছে। কিন্তু জোনাইটো তাতকৈ কম হোৱা নাই। কাৰণ এতিয়াও বহু সংখ্যক মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা নাই। চাপৰিৰ কিছুমান হাবিৰ পৰা এতিয়াও মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। মঠাউৰিৰ বাহিৰৰ কিছুমান মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা নাই। গতিকে ইয়াৰ হিচাবটো এতিয়াও দিব পৰা নহব। তাত অকল বঙ্গালী মানুহেই নহয় যথেষ্ঠ সংখ্যক জনজাতীয় মিকিৰ মনুহ মৰিল। গতিকে এইক্ষেত্ৰত দুটামান পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বিচাৰো। অতি সোনকালে তাত যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। নহলেও অৰুনাচলৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ নিচিনাকৈ ধেমাজি আৰু জোনাইত ওৱাৰলেচৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যাতে তাৰ পৰা শাসন যন্ত্ৰলৈ ততকালিন খবৰটী পঠিয়াব পাৰি। কিয়নো অহাযোৱা কৰিবলৈ যেতিয়া কোনে ৰাস্তা পদুলীৰ সুবিধা নাই। তাত যিটোবা পুলিচ ওৱাৰলেচ অফিচ আছে সিও ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত ১ ঘন্টা বা আধা ঘন্টা মানহে অপাৰেট কৰে। গতিকে মই আশা ৰাখিছো যোগাযোগ ব্যৱস্থা যেন অতি সোনকালেই উন্নত অৱস্থালৈ আনে, যাতে ৰাইজে তাত কি হৈছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ আৰু যাবলৈ সুবিধা পায়। এইখিনি কৈ মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো। জয়হিন্দ।

(Mr. Speaker vacated the chair and Shri Altaf Hussain Mazumdar, Chairman, took over.)

শ্ৰীউপেন্দ্ৰ নাথ সনাতন:— মাননীয় চেয়াৰমেন মহোদয়, ৰাজ্যপালৰ ভাষণ সমৰ্থণ কৰি আমাৰ মজুমদাৰ চাহাবে যি ধন্যবাদ সুচক প্ৰস্তাৱ ডাঙি ধৰিছে মই তাক সমৰ্থণ কৰি দুষাৰ মান কবলৈ ওলাইছো। মহোদয়, ৰাজ্যপালে সদনত যিটো ভাষণ দিলে তাত বৰ্ত্তমান অসমৰ সকলোবোৰ দিশতে কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়াৰ বাবে মই আনন্দিত হৈছো।

চেয়াৰমেন মহোদয়, অসমত যিটো নিৰ্ব্বাচন হৈ গল তাৰ ফলস্বৰূপে বহুতো মানুহ গৃহহীন হল, বহুত মানুহ মৃত্যু মুখত পৰিল আৰু কিছুমান মানুহ নানা ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হল। কিন্তু এই নিৰ্ব্বাচনৰ পিচত আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই গৃহহীন আৰু অন্যান্য ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক পুনৰ সংস্থাপন বা অন্যান্য সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ এই সদনৰ সকলো মাননীয় সদস্যই জানে যে এই নিৰ্ব্বাচনত যি সম্প্ৰদায়ৰ লোক সকলে অংশ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকবো আজি অৱস্থা কেনে ধৰণৰ হৈছে। যি সকল লোকো এইনিৰ্ব্বাচনত অংশ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰতে থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। মই অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে চাহ বাগানৰ মজদুৰ সকলৰ আজি কি অৱস্থা হৈছে বা তেওঁলোকে কেনে ধৰণে দিন কটাব লগা

হৈছে সেইবোৰ কথাও ইয়াত উল্লেখ কৰিব লগা হৈছে। আজি বহুতো সম্প্ৰদায়, বহুতো ধৰ্ম্মৰ মানুহ একেলগে বসবাস কৰি তেওঁলোকে সকলো একে অসমীয়া জাতি হিচাবে বসবাস কৰি আহিছে। ইয়াত বঙালী আছে, মুছলিম আছে, ট্ৰাইবেল আছে। কিন্তু মই আজি উল্লেখ কৰিব লগা হৈছে যে যোৱা নিৰ্ব্বাচনত চাহ বাগানৰ মজদুৰ সকলে অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকেহে আজি বেচিকৈ গালি খাব লগা হৈছে। এই চাহ বাগানৰ বনুৱা সকল কিছুমান উৰিষ্যাৰ পৰা আহিছে, কিছুমান বিহাৰৰ পৰা আহিছে কিন্তু তেওঁলোক যদিও বাহিৰৰ পৰা আহিছে তথাপি তেওঁলোকে অসমত বসবাস কৰিবলৈ লৈ অসমক নিজৰ মাতৃভূমি হিচাবে লৈ ইয়াৰ বুকুত চাহৰ খেতি কৰিছে, অসমৰ বুকুত সোনৰ গছ গজিছে আৰু তাৰ পৰা বিদেশী মুদ্ৰা অৰ্জণ কৰিছে। যিসকল চাহ বাগানৰ বনুৱাই নিজকে অসমীয়া বুলি অসমৰ কলা কৃষ্টিক নিজৰ কলা-কৃষ্টি হিচাবে গ্ৰহণ কৰি অসমত অতি শান্তি সম্প্ৰিতিৰে বসবাস কৰি আছিল এতিয়া তেওঁলোকে এই নিৰ্ব্বাচনত ভাগ লোৱাৰ কাৰণেই নিজৰ ঘৰতে থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। তেওঁলোকৰ লৰা-ছোৱালী স্কুললৈ যাব নোৱাৰা হৈছে। এই অৱস্থাৰ যাতে সোনকালে উন্নতি হয় আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও ইয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।

চেয়াৰমেন মহোদয়, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধিয়ে ২০ দফীয়া অৰ্থনৈতিক আচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। আজি অসমতো এই ২০ দফীয়া আচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। খেতি-বাতি, অনুন্নত জাতি সকলৰ উন্নতি সাধন আদি নানাবোৰ আচনি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। কিন্তু ইয়াত আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব যে এই আচনিৰ জৰিয়তে চাহ বনুৱা লোক সকলৰ কিবা উন্নতি হব নে নহয়। এই আচনিৰ সুফল চাহ বনুৱা সকলে ভোগ কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম যাতে এই আচনিৰ সুবিধাবোৰ চাহ মজদুৰ সকলে ভোগ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা লয়।

এইখিনিতে মই চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাওঁ যে যোৱা বছৰ অসমৰ চাহ বনুৱা সকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে এটা 'টি লেবাৰচ ওৱেলফেয়াৰ ডিৰেকটৰেট' গঠন কৰা হৈছে। অৱশ্যে এই খবৰটো কাগজে পত্ৰই হলে মই দেখা পাইছো। আমাৰ ৰাজ্যপালৰ ভাষণতো ইয়াৰ কিছু ইঙ্গিত আমি দেখিবলৈ পাইছো। এইটো অকল কাগজে-পত্ৰই দেখি থাকিলেই নহব ইয়াৰ অতি সোনকালে কাম আৰম্ভ হব লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে এটা পৰিচালনা মন্দলী গঠন কৰিব লাগে যাতে ইয়াৰ পৰা যি সকল চাহ মজদুৰ লোক উপকৃত হয়। তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যাতে চাকৰি বাকৰি আদিত ভাগ লব পাৰে।

চেয়াৰমেন মহোদয়, মই এটা কথা দুখেৰে সৈতে জনাব লগা হৈছে যে আজি অসমৰ যিকোনো অফিচ বা কাৰ্য্যলয়ত চাহ মজদুৰ সকলৰ লৰা-ছোৱালীয়ে চাকৰি নাপায়। যদি কেতিয়াবা এই সকল লোকৰ লৰা-ছোৱালীয়ে চাকৰিৰ কাৰণে দৰখাস্ত কৰে বা ইন্টাৰভিউ দিয়ে তেনেহলে ৪-৫টা পদৰ কাৰণে যদি ৪০-৫০ জনৰ বাবে এখন লিষ্ট তৈয়াৰ কৰে তেনেহলে চাহ মজদুৰৰ লৰা-ছোৱালীৰ নাম থাকিব ৩০-৩৫ নম্বৰত। এনে ধৰণে চাহ মজদুৰৰ লৰা-ছোৱালীয়ে চাকৰি বাকৰি আদিত ইন্টাৰভিউ দি হয়তো তেওঁলোকৰ ইন্টাৰভিউ ভালো হৈছিল কিন্তু নানাবোৰ চক্ৰান্তত পৰি তেওঁলোক চাকৰি আদিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে।

তেওঁলোকে ইন্টাৰভিউ দিয়ে কিন্তু চাকৰি নাপায়। গতিকে এতিয়াও যিটো দেখা গৈছে তেওঁলোকে চাকৰি নাপাব। ইলেকচনত যোগ দিয়া কাৰণে এটা জাতি মজদুৰ সকল বেলেগ হৈ গ'ল। আমাৰ নগাওঁৰ মুছলমান বিলাকে অসমীয়া ভাষা নিজৰ বুলি সাৱটি আছিল কিন্তু এতিয়া কি হৈছে। আজি সদনত দেখা পাইছো যে সকলোৰে বঙ্গালীত

কবলৈ ধৰিছে। মই মহোদয়ক সুধিছিলো উৰিয়াত আৰম্ভ কৰিমনেকি। আজি দিনে দিনে পৰস্পৰৰ মাজত বিশ্বাশ কমি গৈছে। বাহাবাগানত কাম কৰা বাবুবিলাকে মজদুৰ সকলক অসমীয়া বুলি স্বীকৃতি দিয়া নাই। এনেকুৱাকৈ এখন দেশ কেনেকৈ চলিব। মানুহ কেনেকৈ বসবাস কৰিব এইটো বৰ দুখ লগা কথা। সেই মানহখিনি লিখা-পঢ়া নজনা দুখীয়া মানুহ। আচল কথা কবলৈ গলে অসমত বাস কৰা সকলো অসমীয়া। এতিয়া পুৰণা অসমীয়া খিনিয়ে নতুন অসমীয়া খিনিৰ লগত কাজিয়া কৰিছে। কিছুমানে দেশখন ৰক্ষা কৰা বুলি কৈছে। অথচ সীমান্তত বন্দুক লৈ পঞ্জাৱী, উৰিয়া, অসমীয়া, বঙ্গালি সকলোৱে চীনা বা আন বিদেশৰ পহৰাত থাকি দেশখন ৰক্ষা কৰি আছে। ইবিলাকে আকৌ দেশৰ ভিতৰতে থাকি দেশ ৰক্ষা কৰিবলৈ ওলাইছে। কিন্তু দেশী কোন বিদেশী কোন সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চৰকাৰৰ আইন আছে। আইন মতে চৰকাৰে বিচাৰ কৰিব। কাৰোবাৰ আপত্তি থাকিলে চৰকাৰৰ ওচৰত দাখিল কৰিব পাৰে। তাকে নকৰি দুখীয়া গৰীবক মাৰপিত কৰিলে দেশী বিদেশীৰ বিচাৰ বিচাৰ কৰা নহয়। ঘৰ দুৱাৰ জলাই দিছে, দলং ভাঙিছে, ৰাস্তা বন্ধ কৰিছে লুটপাত কৰিছে এইদৰে কিমান দিন চলিব। আমাৰ চাহবাগানৰ মজদুৰ আতৰাই দিলে দেশখন ৰক্ষা কৰিব পৰা হব নেকি। যদি ভাবিছে চাহবাগানৰ মানুহেও যদি আন্দোলন কৰিম বুলি ভাবে এতিয়াৰ আন্দোলনকাৰীয়ে কোনো পাটাই নাপাব। দুই এখন বাগানৰ মানুহ ওলাইছে। শিক্ষা দীক্ষা, লেখাপঢ়া নাথাকিব পাৰে কিন্তু চাহবাগনৰ মজদুৰ সকলৰ বিচাৰ বিবেচনা আছে। সদায় কোৰ মৰা আৰু 'পাত তোলা কামেহে কৰিব আৰু বাবুৰ লৰা—ছোৱালীয়ে চাকৰি কৰিব সেইটো কেনেকৈ মানিব। লৰাই যদি কৰিব লাগে কৰিব পাৰে। এইটো বহু বছৰ ধৰি চলি আহিছে। ১৯৬০ চনৰ পৰাই ভাষা আন্দোলনৰ পৰাই ধৰি আজি কুৰি বছৰ ধৰি এই বিলাক চলিআহিছে। তেনে কৰিলে দেশখনৰ উন্নতি হব কেনেকৈ? ভাৰবৰ্ষৰ অন্যান্য প্ৰদেশ বিলাকৰ কিমান উন্নতি হ'ল তালৈ চালে স্বাধীনতাৰ পিচৰ পৰা অসম ৰাজ্যক কিমান উন্নতি হ'ল সেইটো দেখ দেখকৈ চকুত পৰে। উন্নতি কিয় হব পৰা নাই সেইটো বিচাৰ কৰিব লাগিব। ৰঙালীয়ে নতুন বঙালীক খেদিলেই দেশখন ৰক্ষা নপৰে। চাহবাগানৰ মজদুৰে ৰাস্তা বান্ধিব পাৰে। বন্দুক লৈ ডিউটি দিব পাৰে। অসমখন কাৰ? আমি চাব লাগিব কেনেকৈ দেশখন আগুৱাই নিব পৰা যায়।

(সময়ৰ সংকেত)

চেয়াৰম্যান মহোদয়, আমাৰ বাগানৰ মজদুৰ মানুহৰ লৰা-ছোৱালীয়ে স্কুললৈ যাব পৰা নাই। আমি বিধান সভালৈ আহিছো তেওঁলোকৰ কাৰণে। সেয়ে চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ নকৰি বিধান সভাত নকৈ কাৰ ওচৰত কম? বিধান সভাত আহি কেৱল অহা-যোৱা এম-এল-এ হৈ কি কাম কৰিব পাৰিম। মই অহাৰ আগ দিনা চাবুৱা অঞ্চলত এজন বাগানৰ মজদুৰৰ লৰা স্কুললৈ যাওঁতে তাক আন কেবাজনো লৰাই ধৰি মাৰিছে। লৰাটোৰ বাপেক হেনো ভোট দিবলৈ কোৱা সকলৰ লীডাৰ সেই বুলিয়েই তাক মাৰিছে। আন এজন মানুহ আহি আছিল তেওঁ কোনোমতে স্কুলীয়া লৰা টোক ৰক্ষা কৰে। আমি যদি মজদুৰ সকল অসমীয়া নহয় তেতিয়াহলে আমি আকৌ উৰিয়া ভাষা পঢ়া আৰম্ভ কৰিব লাগিব। উৰিয়া ৰিকগনাইজ ভাষা।

(সময়ৰ সংকেত)

ল'ৰা-ছোৱালী খিনিক শিক্ষিত কৰি তুলিব লাগিব। কেৱল কোৰ মাৰি পাত তুলিয়েই যে জীৱন কটাব লাগিব তাৰ কোনো মানে নাই। অন্যান্য কাম কৰিব নোৱাৰাৰ কোনো মানে নাই। জনজীৱনৰ সকলো খিনিকে উন্নত কৰিলেহে সামগ্ৰিক ভাৱে দেশখনৰ উন্নতি হব।

মাননীয় চেয়াৰম্যান ঃ— মাননীয় হদস্যই বক্তৃতা ছুটি কৰিব লাগে বাজেট বক্তৃতাৰ সময়ত সময় পাব। এতিয়া আৰু ১০ জন লিষ্টত বাকী আছে।

উপেন্দ্ৰনাথ সনাতন মই বেছি কব খোজা নাই। অলপহে কব খুজিছো। মই বেজাৰ পাইছো। আৰু সেই বেজাৰতে কৈছো। ইয়াৰ কাৰণে লবলগীয়া ব্যৱস্থাৰ কথা মই যদি নকওঁ তেনেহলে মই যি এক লাখ মানুহৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছো, যি এক লাখ মানুহে মোক ইয়ালৈ এম-এল-এ কৰি পঠিয়াইছে সেই সকলৰ কথা কোনে কব?

(ভইচ ঃ মজদুৰ চৰকাৰৰ কথা কওক)

মই সাধাৰণ চৰকাৰৰ কথাও কৈছো, সব চৰকাৰৰ কথা কৈছো। চাহবাগানৰ মজদুৰ খিনিক বাবু বিলাকে শিক্ষা দীক্ষা নাই কাৰণে সকলো বিষয়তে ফচাব বিচাৰে। নতুন নতুন ৰকমৰ কাৰচাজী কৰি দিগদাৰী দিব বিচাৰে। এতিয়া মজদুৰ সকলে নিজৰ নিজৰ মাটিৰ পৰা উঠি যাবলগীয়া অৱস্থা হৈছে।

মজদুৰ সকলৰ যথেষ্ঠ সংখ্যক লোকে নিজৰ মাটিবাৰী এৰি বাগান এৰি যাবলগীয়া হৈছে। সেই সকল লোকে কেনেকৈ বাগানৰ পৰা গাৱলৈ উভতি যাব যত তেওঁলোকে মাটিবাৰী লৈ বস্তি কৰি আছিল সেইটো এটা বিৰাট জটিল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। মজদুৰ সকল জীয়াই থকাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লব লাগে। চাহ বাগানৰ বাবু বিলাকে কয় আমি চাকৰি পাব লাগে। মজদুৰ শিক্ষিত লৰা-ছোৱালীয়ে চাকৰি নাপায়। আজি চাওক গড়কাপ্টানীতেই হওক, বিত্ত বিভাগতেই হওক বা নিয়োগ কেন্দ্ৰতেই হওক কোনো বিভাগতেই মজদুৰৰ শিক্ষিত লৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি নাপায়। গতিকে আজি যিদৰে ট্ৰাইবেল বা জনজাতীয় অনুসূচীতলোক সকলৰ কাৰণে চাকৰিৰ কোটা আছে ঠিক তেনেকৈ বাগানৰ মজদুৰ সকলৰ কাৰণেও চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কোটা ৰাখিব লাগে। ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, মেডিকেল কলেজত ইন্টাৰভিউ দিলে ফেইল কৰে। তেওঁলোকৰ কাৰণে কতো চিট নাই। সুধিলে কয় তহতে বাগানত আছ বাগানতে টুপী পিন্ধি থাক। আগতে দেউতাই যি কৈছে তাকেই শুনিছিলো কিন্তু এতিয়া দেউতাই ভৰি নোচোৱা হ'ল। প্ৰতিটো বিভাগতেই যাতে মজদুৰ সকলে চাকৰি পায় তাৰ কাৰণে কোটা কৰাব লাগে। চিলিং একটৰ যিবিলাক মাটি উলিয়াইছে সেই বিলাক শিৱসাগৰৰ পৰা অহা মানুহ বিলাকে ধামখুম পায়। কিন্তু মজদুৰ সকলে বিচাৰিলে কয় তহতে বাগানতে থাক, এচ, ডি, চিয়ে কয়। বাগানৰ পাত চিঙিবলৈকে মানুহ বিলাকৰ জন্ম হৈছে নেকি? গতিকে চিলিং একটৰ পৰা লোৱা মাটি বিলাক মজদুৰ সকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিব লাগে। এইখিনিকেই কৈ ৰাজ্যপালৰ ভাষণ সমৰ্থন জনাই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো।

শ্ৰীমতী মৃদুলা চহৰীয়া :- মাননীয় চেয়াৰমেন মহোদয়, আৰু মহান অসমৰ জনপ্ৰতিনিধি আৰু সপ্তম বিধান সভাৰ মাননীয় সদস্যসকল। অসম বিধান সভাৰ মজিয়াত প্ৰথম পদক্ষেপ কৰি মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ ভাষণৰ বিতৰ্কত অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰাকমূহূৰ্ত্তত মই অসমৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা গণতন্ত্ৰপ্ৰেমী সাহসী ৰাইজলৈ অভিনন্দন জনালো। সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিপৰীতে গণতন্ত্ৰৰ জয় সুনিশ্চিত কৰিবলৈ যাওতে অসমৰ শ্ৰদ্ধেয় ভোটদাতা ৰাইজে যি অপূৰণীয় দুখ দুৰ্গতি ভুগিব লগীয়া হৈছে আনকি জীৱন পৰ্য্যন্ত আহুতি দিবলগীয়া হৈছে সেইসকলৰ লগত মই থাকিম আৰু মোৰ সমবেদনা আৰু সহাৰি সেইসকললৈ এইবিধান সভাৰ জৰিয়তে জনালো। সন্দেহ নাই এই বিধান সভালৈ যিসকল আজি নিৰ্ব্বাচিত হৈ আহিছে সেই সকলৰ প্ৰতিজনেই একোজন গণতন্ত্ৰৰ যোদ্ধা আৰু যি সকলে এই নিৰ্ব্বাচনত প্ৰাৰ্থী হিচাবে অংশ গ্ৰহণ কৰিছে সেই সকলো নিৰ্ব্বাচিত মাননীয় সদস্য সকলৰ সমপৰ্য্যায়ৰ। ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিধান

অনুযায়ী দলীয় চৰকাৰৰ ভিত্তিক চৰকাৰ গঠনিব প্ৰক্ৰিয়াত অসম ৰাজ্যত সংবিধানত বহিৰ্ভূত শক্তিৰ প্ৰণালীবদ্ধ কুকাৰ্য্য আৰু ৰাজ্যখনৰ গণতন্ত্ৰৰ বুনিয়াদ ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিপৰীতে আমাৰ দলৰ বাহিৰেও যি কেইটা ৰাজনৈতিক দলে অংশ গ্ৰহণ কৰিলে সেই কেইটা ৰাজনৈতিক দললৈ মোৰ ৰাজনৈতিক শ্ৰদ্ধা ওলগ জনাইছো। এই নিৰ্ব্বাচন সংবিধান সন্মত ৰীতি আৰু নীতিগত আৰু সময়োচিতা যিসকলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি অসমৰ শান্তি প্ৰিয় জনসমাজলৈ শঙ্কা আৰু বিভীষিকা কঢ়িয়াই আনিলে সেই সকলৰ আবেগ প্ৰৱণতা আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্য্যৰ বাবে মই সেই সকলক গৰিহণা দিও। চেয়াৰমেন মহোদয় এই নিৰ্ব্বাচনত বিৰোধীতা কৰা লোকসকলে কৰা অলেখ কুকাৰ্য্যৰ সৃষ্টি আপোনালোকৰ অবগত। এই সকল লোকে অকল জীৱন্ত মানুহকেই হত্যা কৰিছে এনে নহয়। তেওঁলোকে মৃতকৰ সমাধিতো হাত দিছে। এই খিনিতে সভাপতি মহোদয়ৰ অনুমতি সাপেক্ষে মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ উদাহৰণ ডাঙি ধৰিব বিচাৰিছো। মোৰ স্বামী স্বৰ্গীয় ৰমেশ চন্দ্ৰ চহৰীয়া দেব যোৱা মন্ত্ৰী সভাৰ সদস্য হিচাবে পৰলোক প্ৰাপ্তি হয়। তেখেতৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে এগচী বন্তী জ্বলাই জীয়াই থকা কেইদিন মই শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিবলৈ অনাড়ম্বৰ ভাবে এটা শৌধ নিৰ্ম্মাণ কৰিছিলো সেই শ্ৰদ্ধেয় মোৰ স্বামীৰ সমাধি শৌধতো যোৱা পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে এই লোকসকলে সম্পূৰ্ণ ভাবে নষ্ট কৰি দিলে।

বৰ্বৰতাৰ হাতত পবিত্ৰতাই হাৰ মানিছে। সভাপতি মহোদয়, বৰ্বৰতাৰ অন্ত কত? মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ ক্ষোভ আৰু অধিক সময় বিধান সভাৰ মজিয়াত নাথাকি ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ বিতৰ্কত অংশ গ্ৰহণ কৰিব ওলাইছো।

মাননীয় ৰাজ্যপালৰ বিতৰ্কত সদনত যোৱা দিনবোৰত ৰাজ্যখনত ঘটা ঘটনাৱলীৰ চমু আভাষ দিয়া হৈছে। আমাৰ পানেৰী আৰু কলাই গাৱঁত প্ৰায় ২৯ খন গাওঁ জ্বলাই ভস্মীভূত কৰিছে। তাৰোপৰি টেলিফোন যোগাযোগ বিছিন্ন হৈছে আৰু দলং জ্বলাইছে। ইয়াৰ ফল স্বৰূপে পৰস্পৰৰ মাজত শংকা, অবিশ্বাস আৰু সামাজিক সহ অৱস্থাৰ বাতাবৰণ বিনষ্ট হৈছে। এই বাতাবৰণ অন্ত পেলাই ৰাজ্যখনত শান্তি শৃংখলা, সম্প্ৰীতি ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত খৰতকীয়া ব্যৱস্থা লব লাগে। এনে ব্যৱস্থাৱলীৰ অংশ হিচাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক সকলক পুণৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাত অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে। ইয়াকে কৰিবলৈ যাওতে ক্ষতিগ্ৰস্ত এলেকাৰ বিধায়ক গৰাকীক দায়িত্ব দি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।

সভাপতি মহোদয়, ৰাজ্যখনৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পিত অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত নপৰা শতকৰা আশী ভাগ মানুহৰ আৰ্থিক উন্নয়ণৰ এক মাত্ৰ ব্যৱস্থা হিচাবে মাননীয় প্ৰধান মন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ কুৰি দফীয়া আচনি ততকালে কাৰ্য্যকৰী কৰিব লাগে। সুদূৰ গাওঁবাসীয়ে কুৰি দফীয়া আঁচনিৰ কাৰ্য্যসূচীৰ সুফল পোৱা নাই। যি সকলৰ বাবে এই কুৰি দফীয়া আঁচনি যুগুতোৱা হৈছে সেই সকলে সুফল পাবলৈ হলে স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ অৰ্থাৎ প্ৰশাসন নিকা কৰিব লাগিব। বিদেশী নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা আৰু অধিক দীঘলীয়া নকৰি সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সভাপতি মহোদয়, ৰাজ্যপালৰ ভাষণত উল্লেখ কৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন কাৰ্য্যসূচীৰ ভিতৰত খেলা-ধূলাৰ বাবে যি আচনি লৈছে তাক সোনকালে কাৰ্য্যকৰী কৰিব লাগে। লগতে অসমৰ উঠি অহা কিশোৰ-কিশোৰীক খেলা-ধূলাৰ জৰিয়তে যাতে মানসিক উতকৰ্ষ সাধন কৰাৰ কাৰণে খেলা মন্ত্ৰনালয় খুলিব লাগে

স্ত্ৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰী সকলক স্নাতক পৰ্য্যায়লৈ বিনামূলীয়া শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰস্তাবিত আঁচনি বাস্তৱ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এই খিনিতে সভাপতি মহোদয়, মই প্ৰাথমিক আৰু মজলীয়া স্তৰৰ প্ৰতিভা বৃত্তিৰ বিষয়ে দুআষাৰ কব খুজিছো। আজি বহু বছৰ

ধৰি ই একে পৰ্য্যায়তে আছে। প্ৰাথমিক আৰু মজলীয়া স্কুলৰ বৃত্তিৰ মাননী বৰ্ত্তমান হাৰ ৫ টকাৰ আৰু দহ টকাৰ পৰা অধিক বৃদ্ধি কৰিব লাগে। ভৈয়ামৰ জনজাতীয় সকলৰ উন্নয়ণৰ বাবে প্ৰস্তাবিত আঁচনি কাৰ্য্যকৰী কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ ভাষা-সংস্কৃতি বিকাশত সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে।

চাহবনুৱা আৰু প্ৰাক্তন চাহবনুৱা সকলৰ উন্নয়ণৰ কাৰণেও সঞ্চালকালয় খুলিব খোজা সিধান্তক আদৰণি জনাইছো। সভাপতি মহোদয়, ঔদ্যোগিক উন্নয়ণৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ে মঙ্গলদৈ মহকুমাৰ দলগাৱঁত মৰাপাট কল স্থাপনৰ কোনো ইঙ্গিত দিয়া নাই। এই মৰাপাট কলৰ আধাৰ শীলা প্ৰায় সাত বছৰৰ আগতে স্থাপন কৰিছিল প্ৰয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি ফকৰুদ্দিন আলি দেৱে। কিন্তু আজিলৈকে মহকুমাটোৰ একমাত্ৰ উদ্যোগটোহে নুঠাটো অতি পৰিতাৰপ কথা। সেয়েহে সভাপতি মহোদয়ৰ জৰিয়তে মাননীয় ৰাজ্যপালৰ ভাষণত ঔদ্যেগিক নীতিৰ আচনিত দলগাৱঁৰ মৰাপাট কলটোৰ নাম সন্নিবিষ্ট কৰাৰ সংশোধনী আগবঢ়াইছো। ৰাজ্যপালৰ ভাষণত উল্লেখিত স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়ণৰ দিশসমূহৰক মই আদৰণি জনাইছোঁ। অকল স্বাস্থ্য সেৱা জড়িত অনুষ্ঠান প্ৰতিস্থাবোৰ বৃদ্ধি কৰিলেই নহব, এই বিভাগৰ লগত জড়িত লোক সকলৰ মাজত মানৱ সেৱাৰ মনোভাব জগাই তুলিব লাগে।

মাননীয় সভাপতি মহোদয়, ৰাজ্যপাল মহোদয়ে উল্লেখ কৰা ৩৩টা সেৱাক মই মুঠতে আদৰণী জনাইছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ অসম বিধান সভাৰ মাননীয় সদস্য-বৃন্দৰ সহযোগত আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত এই আঁচনি সমূহ ফলৱতী হব। এই বিধান সভাৰ মজিয়াৰ পৰা অসমৰ জনসাধাৰণলৈ শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু পাৰম্পৰিক বুজা পৰাৰ বাতাবৰণ ঘূৰাই অনাত সহাৰি দিবলৈ নিবেদন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ।

Shri ALTAF HUSSAIN MAZUMDAR (Chairman):—Hon'ble members, who will now participate in the discussion, are requested to confine their speeches within time limit and try to be as brief as possible as many Hon'ble members are yet to participate in the discussion.

শ্ৰীকেতকী প্ৰসাদ দত্ত:- মাননীয় চেয়ারমেন মহোদয়, আমি শ্রদ্ধেয় রাজ্যপালের ভাষণের উপরে সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি কথা বলব। আজ অত্যন্ত দুঃখের সংগে আমাকে বলতে হচ্ছে কারণ, আমাদের স্বাধীন যুগের যুবকেরা পরাধীন দেশের চেহারা দেখেনি। পরাধীন দেশের মানুষকে কি যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তা আমারা উপলব্ধি করতে পারি না। ১৯৭৯ ইং থেকে, চেয়েরমেন মহোদয়, যে নারকীয় ঘটনা আসামে চলছে তা কল্পনা করা শক্ত এবং আমি সেই জন্য আসু ও গণসংগ্রাম পরিষদকে অনুরোধ জনাই তাহ অনতিবিলম্বে বন্ধ করার জন্য। মাননীয় চেয়ারমেন মহোদয়, আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলছি যে, আসামে কখধনও ভাষার নামে, কখনও বেদেশী বিতাড়নের নামে বংগ ভাষাভাষী মানুষের উপর যে অত্যাচার সংগঠিত হয়, তা যে কোনো সভ্য জগতের মানুষ সহ্য করতে পারে না। আমি দেখেছি ১৯৬০ সন থেকে আরম্ভ করে বংগ ভাষা-ভাষী লোকের উপর যে অত্যাচার চলছে, তা আজ ১৯৮৩ সন পর্য্যন্ত বন্ধ করা যায় নি। মাননীয় চেয়েরমেন, মহোদয়১৯৭২ সনে, আমাদের মাননীয় মখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন তখন ভাষা আন্দোলন চলছিল এবং ভাষা সমস্যার মোটামোটি সমাধান হয়েছিল। কিন্তু আজও সেই ভাষা গ্রহণের কোন সুন্দরসমাধান এখন পর্য্যন্ত হয় নি। আমরা জানি মানুষকে কখনও পুলিচ-মিলিটারি দিয়ে দমন করা যায় না। বন্ধুত্ব ও ভাতৃত্বেরোধ যদি না আসে তা হলে বংগ ভাষাভাষী মানুষকে রক্ষা করা যাবে না।

আমি সরকারকে অনুরোধ করি ক্ষিপ্রতাৰ সহিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিদেশী বিতাড়ন বন্ধ করতে আসু ও গণসংগ্রাম পরিষদকে প্রগিয়ে আসতে হবে। মাননীয় চেয়ারমেন, মহোদয়, আজকে কাছাড়ের কিছু সমস্যাবলী আছে। আমাদের করিমগঞ্জ মহকুমায় বরর্ডার এলাকাতে বি এস এফ এর যন্ত্রণায় লোকেরা খুব অসুবিধা ভোগ করিতেছে। এবং বরর্ডার এলেকার কোন উন্নতি হয় নাই। মাননীয় চেয়ারমেন মহোদয় করিমগঞ্জ মহকুমাকে জিল্লারূপে এবং রামকৃষ্ণ নগরকে মহকুমারূপে ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। তাই আমি সরকারকে অনু- রোধ জনাই, করিমগঞ্জ মহকুমাকে জিলারূপে এবং রামকৃষ্ণ নগরকে মহকুমারূপে ঘোষণা করা হাউক। করিমগঞ্জর মানুষ শিলচার যাইতে হইলে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয় পি, ডব্লিউ এর রাস্তা না থাকায়। সেই জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ জনাই পি ডব্লিউ ডিপার্টমেন্টর বিলডিং ডিভিশন করিমগঞ্জে করা হউক। মাননীয় চেয়ারমেন মহোদয়, করিমগঞ্জ; মহকুমার ভিতরগুলি বলে একটি জায়গা আছে যে- খানে আসাম থেকে আগত শরণার্থীদের উপর সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্ব্যবহারের জন্য তাহারা যে কষ্ট ভোগ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই, সেই হেতু আমি সরকারকে অনুরোধ করিতেছি, শীঘ্রে তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। মাননীয় চেয়ারনেম মহোদয়,

কিছুদিন পুর্ব্বে করিমগঞ্জ ফরেষ্ট বিভাগে কতৃক আহ্বত ইনটারভিউর সময় পুলিশে লাঠি চার্জ করেছিল এবং ব্লংক ফায়ার ও করেছিল সেটা কার দোষে হয়েছিল? যদি না হয়ে থাকে তাহলে অতি সত্ত্বর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এবং বান বিভাগে বেকার যুবকদের নিযুক্তি দেওয়া দরকার। মাননীয় চেয়ারমেন মহোদয়, উদ- হরণস্বরূপে, রামকৃষ্ণ নগরে পুলিশী নির্যাতন ও দুইজন ছাত্রকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করা বড় মর্ম্মান্তিক। শুধু ৫০০।৫০০ করে টাকা দিলে সমস্যার সমাধান হয় না। দোষী- ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দিতে হবে এবং নিহত ছাত্রদের পরিবারবর্গকে আজীবন সাহা- য্যের ব্যবস্থা করতে হবে। এইটুক বলে রাজ্যপালের ভাষাণের উপর ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ডাঃ তাৰিনী মোহন বৰুৱা ঃ—মাননীয় চেয়াৰম্যান মহোদয়, ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত মাননীয় সদস্য শ্ৰী আব্দুল মুহিম মজুমদাৰ ডাঙৰীয়াই যি ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিছে সেই প্ৰস্তাৱক মই সমৰ্থণ জনাই কেইআষাৰমান কথা কব খুজিছো।

জয় জয়তে আমাৰ যিসকলে এই পৰিস্থিতিৰ মাজতো ভোটদান কৰি সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে নিৰ্ব্বাচন পাতি আমাক এই সদনলৈ পঠাইছে তেখেতসকললৈকে মোৰ ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে নিৰ্ব্বাচনৰ সময়ত এই পৰিস্থিতিৰ হাঙ্গামাত যিসকল লোক মৃত্যবৰণ কৰিলে তেওলোকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছো আৰু সন্তপ্ত পৰিয়াললৈ মোৰ সমবেদনা জনাইছো।

চেয়াৰম্যান মহোদয়, আজি আমি এই সদনলৈ আহিছো গভীৰ হিয়া এখনি লৈ। আজি অসমত যি পৰিস্থিতি হৈছে, অসমত যি জুই জলিছে এই পৰিস্থিতিৰ মাজত আমি কেতিয়াও শান্তি, সুখ পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে আজি আমাৰ মনত দুখ। আজি অসমত এনে পৰিস্থিতি কিয় হবলৈ পালে? কিয় হ'ল? কেনেকৈ হ'ল এইবিলাক চিন্তা কৰি চাবলাগিব, পৰ্য্যালোচনা কৰি চাব লাগিব। এইবিষয়ে মোৰ আগৰ সদস্য কেইজনমানে কৈয়ে গৈছে। তেখেত সকলে যিখিনি কথা এৰি গৈছে বা যি দুই এটা কথা বাদ পৰিছে সেই কথাখিনিকে মই আপোনাৰ ওচৰত জনাব খুজিছো।

চেয়াৰম্যান মহোদয়, এই বিদেশী আন্দোলনৰ গুৰি ক'ত সেই বিষয়ে মাননীয় সদস্য শ্ৰীওমৰুদ্দিন ডাঙৰীয়াই ভালকৈ বুজাই দি গৈছে। গতিকে মই দোহাৰিব নোখোজো। মাথোন বৰ্ত্তমানৰ পৰিস্থিতিত যিটো হৈছে সেইটো কি ধৰণে হৈছে, কেনেকৈ হৈছে সেই বিষয়ে মই যি হিচাবে ভাবিছো সেই হিচাবেই ব্যক্ত কৰিব খুজিছো। প্ৰথম আন্দোলন আৰম্ভ হয় ১৯৭৯ চনত হীৰালাল পাটোৱাৰীৰ মৃত্যুৰ পিচত যেতিয়া ভোটাৰ লিষ্ট তৈয়াৰ কৰা হয়। সেই শিপাই এই আন্দোলনৰ আৰম্ভ। তাৰ পিচত ২৮ নৱেম্বৰ তাৰিখে অসমত যি গণ সমাৱেশ হয়, সি অভূতপূৰ্ব হয়,। সেই গণ সমাৱেশৰ পৰাই এই আন্দোলনে অসমত এটা ডাঙৰ আলোড়ণৰ সৃষ্টি কৰি আছে। তেতিয়াৰ সেই আন্দোলন আছিল বহিৰাগতৰ আন্দোলন, বিদেশী নাগৰিকৰ নহয়। বহিৰাগত খেদা আন্দোলন হিচাবেহে মানুহৰ মুখে মুখে শুনা গৈছিল। সেই সময়ৰ অসম জনতা পাৰ্টিৰ নেতা শ্ৰীযোগেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকা দেৱৰ লগত বহুতো নেতৃস্থানীয় লোক আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপককে আদি কৰি ৩০-৪০ জন মান নেতাই তেখেতৰ লগত কথা বতৰা হৈছিল। তেখেতে তেতিয়া কৈছিল যে আপোনালোকে যদি 'বহিৰাগত' শব্দটো বাদ দিয়ে তেতিয়াহে মই আপোনালোকৰ লগত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বহিৰাগত মানে অসমত থকা বঙালী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, আদি সকলোকে বুজায়। গতিকে বহিৰাগত শব্দটো বাদ দিলেহে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম।

তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে বহিৰাগত শব্দটো বাদ দিলে। তাৰ পিছৰ পৰাহে বিদেশী নাগৰিকৰ প্ৰশ্নটো আহিল। যেতিয়াই বিদেশী নাগৰিক শব্দটো আহিলে তেতিয়াৰ পৰাই বিহাৰী, মাৰোৱাৰী, তামিল, তেলেগু আদি লোক সকল বাদ পৰিল। কিন্তু নেপালি সম্প্ৰদায়টো সোমাই পৰিল। সেই সময়ত নেপালিকো বিদেশী বুলি গণ্য কৰা হল। তেতিয়াৰ পৰাই নেপালি সকলৰ ওপৰত এটা হেচা পৰিল। সেই সময়তেই নেপালি সম্প্ৰদায়ৰ পৰা এটা সজাতি দল আহি কলেহি যে আমিও বিদেশী হমনেকি? সেই বিলাক কথা বহুত বাৰ আলোচনা হয়। আলোচনা কৰাৰ পিচত নেপালি বাদ দিলে। কাৰণ ১৯৬৫ চনৰ পৰাহে ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজত পাৰপত্ৰৰ ব্যৱস্থা হৈছে। তাৰ আগতে এই ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিল। গতিকেই আন্দোলনকাৰী সকলে নেপালি সকলক বাদ দিথলে সি কি নহওক অন্দোলন আৰম্ভ হল। আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাৰ পিচত নভেম্বৰ মাহত আলোচনা কৰা হৈছিল কিন্তু সমাধান একো নহল। তাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী ৰাই ভি চৰনো উপস্থিত আছিল। ইয়াত একো মিমাংশা কৰিব নোৱাৰি তেখেতে আন্দোলনৰ নেতা সকলক দিল্লীলৈ মাতি পঠালে। ২৮ নভেম্বৰ তাৰিখে যি আলোচনা হৈছিল তাত ৰাই ভি চৰনে সভাপতিত্ব কৰিছিল। তাত অসমৰ বিৰোধি দল, ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ এম পি সকল আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি সকলো উপস্থিত আছিল। সেই সভাতে ইলেকচন কমিশনাৰ চাকধৰো উপস্থিতি আছিল। ইয়াৰ পিচতে পালিয়ামেন্টৰ নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিলে। আমি তেতিয়া কৈছিলো যে হয় নিৰ্বাচন বন্ধ কৰিব লাগে ভোটাৰ তালিকা সংশোধনৰ কাৰণে নহয় তালিকা সংশোধনৰ কাৰণে সময় দিব লাগে। কিন্তু চাকধৰে ইটো কথা নামানিলে। সেই সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী আছিল চৌধুৰী চৰন সিং। তেতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছিল যে ভোটাৰ তালিকা সংশোধনৰ কাৰণে ১৫ দিন সময় দিবলৈকো অমান্তি হল। আমি কৈছিলো যে তাত ২ লাখ ৪০ হাজাৰ ভোটাৰ আছে আমি ১৫ দিনৰ সময় পালে ভোটাৰ তালিকা সংশোধন কৰিব পাৰিম। কিন্তু চৰন সিঙে সেই কথা নামানিলে। কলে যে ৭৯ চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰেই নিৰ্বাচন পাতিব লাগিব। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে সেই সময়ত অসমত কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। যি চৰন সিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোতেই কৈছিল যে ৭৯ চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰে নিৰ্বাচন হব লাগে, সংশোধন কৰিবলৈ সময় নিদিলে সেই চৰন সিঙে আজি কেনেকৈ কব পাৰে যে ৭৯ চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰে নিৰ্বাচন পাতিলে সেই নিৰ্বাচন অবৈধ্য হব বুলি? তেখেতে আজি জৰ্জ ফিল্ডত ঘোষণা কৰিলে যে নিৰ্বাচন হব নোৱাৰে। সেই সময়ত তাত

শ্ৰীবাজপেয়ীয়ো উপস্থিত আছিল। তেতিয়া তেখেতেও ৭৯ চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰে নিৰ্বাচন হোৱাটো বিচাৰিছিল কিন্তু আজি তেখেতেও কৈছে যে ৭৯ চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰে নিৰ্বাচন হব নোৱাৰে। এই সকলে দুমুখীয়া কাম কৰিছে। বি জে পিয়েই বোলক বা লোকদলকেই বোলক বা জনতা পাৰ্টিকেই বোলক এই সকলোৱেই ৰাজনৈতিক চাল খেলিছে। চেয়াৰম্যান মহোদয়, তাৰ লগে লগে আন্দোলন চলি আহিছে। নিৰ্বাচন বন্ধ হল কাৰণ নমিনেচন কোনেও দিব নোৱাৰিলে। আন্দোলন চলিছে। আন্দোলন চলিছে মাহাত্মা গান্ধীৰ নামত গণতান্ত্ৰীক পদ্ধতিৰে। চলক আন্দোলন। আন্দোলন চলিব পাৰে। গণতান্ত্ৰীক দেশত আন্দোলন চলিব পাৰে। পিচত এই আন্দোলনৰ পদ্ধতি কেনেকুৱা হল —

শ্ৰীমৌলানা আব্দুল জলিল চৌধুরিঃ—চেয়ারমেন মহোদয়, একটা ক্লেরিফিকেশন, মাননীয় সদস্য বললেছেন যে একলাখেরও বেশী লোককে বাদ দিয়ে ভোটার লিষ্ট সংশোধন করা হয়েছিল। একথা কি সত্য যে ভোটার লিষ্টে কোনও লোকের নাম যাদব এবং তার বাবার নাম কুকুর এই ভাবে ভোটের লিষ্ট সংশোধন করা হয়েছে?

মাননীয় চেয়াম্যান ঃ— এটা আপনার নিজস্ব মতামতের ব্যাপার।

ডাঃ তাৰিনী মোহন বৰুৱা ঃ—চেয়াৰমেন মহোদয়, সেই সময়ত মঙ্গলদৈত যি হৈছিল তাত বহুত অবজেকচন আৰু ক্লেইম আছিল। তাৰ কাৰণেই আমি ১৫ দিন সময় বিচাৰিছিলো। চেয়াৰমেন মহোদয়, আন্দোলনৰ দ্বাৰা, আন্দোলনৰ ৰং কেনেকৈ লাহে লাহে অন্য ফালে আহিল। প্ৰথমতে ভাল আছিল। গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে অভুতপৰ্ব গণসমাবেশ হৈছিল। এইটো প্ৰসংশনীয়। কিন্তু তাৰ পিচৰ পৰাই তাৰ ভিতৰত কেৰোণ সোমাল। লাহে লাহে এই অহিংসা আন্দোলন হিংসাত পৰিনত হল। আপাৰ আচাম কমিশ্যনাৰ পাৰ্থসাৰথিক বোমা দি মাৰিলে। তাৰ পিচত লাহে লাহে ৰেইল লাইনত বোমা ফুটিবলৈ ধৰিলে, তাৰ পিচত মানুহৰ ঘৰত বোমা ফুটিবলৈ ধৰিলে। এই ধৰণৰ হিংসা কাৰ্য্যক ছাত্ৰ সন্থা বা গণসংগ্ৰাম পৰিষদে যি ধৰণৰে গৰিহনা দিব লাগিছিল সেই ধৰণৰে গৰিহণা দিব পৰা নাছিল। মই নকও যে ছাত্ৰ সন্থা বা গনহসংগ্ৰাম পৰিষদে এই কাম কৰিছে। এই আন্দোলনৰ ভিতৰত বহুতো মানুহ সোমাই পৰিল। ১৯৪২ চনৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে আন্দোলন কৰোতেও তাত বহুত বিলাক বেয়া মানুহ সোমাই পৰাৰ কাৰণে তেখেতে আন্দোলন বন্ধ কৰি দিছিল।

এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত যদি কিছুমান অসুভ শক্তি সোমাই পৰে তেতিয়াহলে, সেই আন্দোলন সফলকাম হবনোৱাৰে।

তাৰ পিছত এই আন্দোলনৰ ভিতৰত এটা স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী গঠিত হল। গণতান্ত্ৰিক এটা অহিংস আন্দোলনত এনে এটা স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা সকলোকে সংঘবদ্ধ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, আৰু ঐক্য সংহতি ৰাখিবৰ কাৰণে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীয়ে কি কাম কৰিছে সেইটো সকলোৱে জানেই। তেওঁলোকে সকলো ৰকমৰ কামেই কৰিছে। ৰাজনৈতিক নেতা সকলক কেনেকৈ অপমান কৰিব লাগে তাৰ প্ৰশিক্ষণ এই বাহিনীয়ে দিছে। বিধায়ক সকলক চোৰ বুলি কবৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণ দিছে। ৰাস্তাত এই বিধায়ক সকলক দেখিলেই চাৰিওফালে থুই পেলাই দিব লাগিব। এইটোৱেই হৈছে এওঁলোকৰ শিক্ষা। ৰাজনৈতিক দলক শিয়াল বুলি কবলাগিব। তাৰোপৰি, উত্তৰ গুৱাহাটীত এনে এটা প্ৰশিক্ষণ দিছে যে, কুকুৰ এটা মাৰি ওলোমাই থৈছে আৰু তাক চাৰিওফালৰ পৰা চুৰি মাৰে। ইয়াৰ অৰ্থহল এয়ে যে, চুৰি মাৰিলে যি তেজ ওলাব তাৰ দ্বাৰা মনত সাহস বাঢ়িব ইয়াৰ পিছত আৰু এটা প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ

হল, সেইটো হল ঘেৰাও। মহাত্মা গান্ধীৰ দিনটো এনেকুৱা ঘেৰাও কাৰ্য্যসূচী ওলোৱা নাছিল। ঘেৰাও ইদানিং। সি 'যি কি নহওক, ঘেৰাওত মই নিজেই ভুক্তভোগী কি দুৰ্গতি হয়। এনেকুৱা অত্যাচাৰ হলে কোনো আন্দোলনেই কেতিয়াও অহিংস হৈ থাকিব নোৱাৰে। তাৰ পিছত গণসংগ্ৰাম পৰিষদে আৰু স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনীৰ পৰা আমি ডিমান্দ পাইছো। ডিমান্দৰ তলত যি কেইজন মানুহৰ চহী আছিল সেই কেইজনৰ নাম বিলাক কেচিৰে কাটি নাইকিয়া কৰি দিছিল। তলত কেৱল নায়ক বুলিহে দিয়া আছিল। কিন্তু নাম নাই। কিয় নাম দিয়া নাই বুলি কোৱাত নামদিয়াৰ নিয়ম নাই বুলি কলে ডিমান্দত চেক্ৰেটেৰী প্ৰেচিডেন্টৰ নাম নেথাকিলে উত্তৰ দিব নোৱাৰো বুলি কলো নাম নিদিয়াকৈ চাই ইয়াৰ ভিতৰত কিবা এটা কথা আছে। গতিকে এনে কিছুমান কথাৰে আন্দোলন আৰম্ভ হলে আন্দোলন কেতিয়াও অহিংস হৈ থাকিব নোৱাৰে। ইয়াৰ পিছত নিৰ্ব্বাচনৰ নামত যি বিলাক ঘটনা সংঘটিত হল সেইবিলাক কথাৰ আৰু দোহাৰিব নোখোজো। সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছেই।

মাননীয় চেয়াৰমেন ঃ—আমাৰ ভালেইকেইজন মাননীয় সদস্যই কবলৈ আছে। গতিকে আপুনি অলপ চমু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভাল হয়।

ডাঃতাৰিণী মোহন বৰুৱা ঃ—ধন্যবাদ। মই যিমানপাৰো চমুকৰিবলৈকে বিছাৰিছো ইয়াৰ পিছত নিৰ্ব্বাচন হৈ গল। অসমৰ ঐক্য সংহতিৰ ঘৰখন পুৰিলে। এই ঘৰ খন আমি আকৌ সজাব লাগিব। বানপানী আহিলে ধ্বংশলীলাৰ সৃষ্টিকৰি বানপানী আকৌ যায় গৈ। আমি আকৌ সেই ধ্বংশলীলাৰ মাজতে পুনৰ সৃষ্টি কৰো। থিক তেনেকৈয়ে এই নিৰ্ব্বাচনৰ পিছত আমাৰ এই অসম মাতৃকাৰ ঘৰঘৰ খনৰ আকো সজাই পৰাই তুতিব লাগিব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ "আই উইল বিল্ট আসাম" এই ঘোষণাৰ শুনি আমি বৰ আস্বস্ত হৈছো আৰু ভাল পাইছো। তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত এই কাম সম্পূৰ্ণ হব বুলি মোৰ একান্ত বিশ্বাস আৰু এই শুভ কামণাৰেই ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ ভাষণৰ ওপৰত অনা ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱটো সমৰ্থন কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো।

শ্ৰীকুলবাহাদূৰ ছেত্ৰী ঃ—মাননীয় চেয়াৰমেন মহোদয়, মই আমাৰ মাননীয় সদস্য বন্ধুবৰ শ্ৰী মজুমদাৰ ডাঙৰীয়াই অনা ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱটো সমৰ্থন কৰি দুআষাৰ মান কম বুলি ভাৱিছো।

অসম আজি যিটো অৱস্থাত উপনীতহৈছে সেই বিষয়ে আমাৰ ভালেকেইজন মাননীয় সদস্যই নিজা নিজা মতামত বাখ্যা কৰিছে। অসম এখন অতিজ্ঞানী গুণি মহাপুৰুষৰ দেশ আছিল। কিন্তু আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আমি উপনীতহৈছোহি যে, ই অতি দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে। অসমৰ এই অৱস্থাক এজাক প্ৰলয়ংকাৰী ধুমুহাবতাহৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। ভৱিষ্যতে যাতে এইটো হব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সচেতন সকলো নাগৰিক মাত্ৰেই চেষ্টা কৰা উচিত। ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ ভাষণত অসমৰবিভিন্ন কথা, অসমৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ গোটেই থিনি কথা কমবেছি পৰিমাণে চুইগৈছে মৃ্ঠৰ ওপৰত ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ এই ভাষণ খনক এখন অসমৰ দাপোণ বুলিব পাৰি। নতুন চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে কাৰ্য্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিচত আমাৰ মাননীয় মূখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীহিতেশ্বৰ শইকীয়াই কেইটামান কথা আৰম্ভ কৰিব খুজিছে যাৰ কাৰণে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো। ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ দুৰ্দ্দশাৰ বুজ লবৰ কাৰণে তেখেতে সেই বিলাক ঠাইলৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে ব্যৱস্থা যুদ্ধকালীন ততপৰতাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰোপৰি আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী সকল গোটেই ৰাজ্য খনৰ সকলোতে দুৰ্গত মানুহৰ বুজ লবৰ কাৰণে গৈছে আৰু যাক যেনেকৈ পাৰি সহায় কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰ কাৰণেও আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী

সকলক ধন্যবাদ দিবপাৰি। ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ ভাষণৰ ভাষণত ৰাজ্যখনৰ যিবিলাক ক্ষতি হৈছে সেই বিলাকৰ এটা আভাষ দিছে। আজি আমাৰ মাননীয় কিছুমান সদস্যই প্ৰশ্ন তুলিছে যে অসমৰ এই জটিল পৰিস্থিতি কাৰ কাৰণে হবলৈ পালে? কাৰ দ্বাৰা এই ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পাইছেসেই কথা কৈছে। অসমৰ যিটো ঐতিহ্য আছিল, বিভিন্ন ৰঙৰে শোভাকৰি থকা অসম ফুলনিখনৰ সৌন্দৰ্য্য ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে। অসমৰ সুন্দৰ ঘৰখনৰ বেৰ, মাৰিলি, খুটা সকলো এফালৰ পৰা ভাগি যাবলৈ ধৰিছে। আৰু যাতে এই ঘৰখনৰ অধিক ক্ষতি হবনোৱাৰে তাৰ কাৰণেহে আমি কামনা কৰিছো

আজি মানুহৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে, সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে। মানুহৰ মাজত মৰম, চেনেহ, সদভাৱ নাইকীয়া হৈছে। বিভিন্ন জনৰ মাজত কেনেকৈ মিলা প্ৰীতি হব পাৰে তাৰ চেষ্টা কৰাৰ প্ৰয়োজন। বিদেশী বহিষ্কাৰৰ কথাটো এইটো এটা নতুন কথা নহয়। বিদেশী বহিষ্কাৰণৰ কাৰণে বহুবাৰ আলোচনা হৈ গৈছে। পুনৰ আলোচনাৰ কাৰণে দুৱাৰ মুকলি আছে বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৈ আছে। আজি এই অসম খন এখন বিভিন্ন ধৰ্ম্মাৱলম্বী দেশ। এই দেশত বহু কেইজন মহাপুৰুষৰ জন্ম হৈছিল। কিন্তু আমি সকলো পাহৰি গৈছো। ইংৰাজৰ নিচিনা শক্তিশালী জাতি এটাক মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত কেনেকৈ খেদিছিল আৰু দেশখন কেনেকৈ স্বাধীন কৰিছিল আমি পাহৰি গৈছো। এইবোৰ বৰ ডাঙৰ কথা। দেশখন ৰক্ষা কৰিবলৈ যাওতে আমি কি কৰা উচিত সকলোৰে উপলব্ধি কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশত ইন্দিৰা গান্ধীৰ নিচিনা এগৰাকী মহান নেত্ৰী যাৰ ভাৱমূৰ্ত্তি দিনক দিনে বাহিৰলৈ গৈয়ে আছে আৰু আৰু অলপতে হোৱা গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ সন্মিলনৰ তিনি বছৰৰ কাৰণে চেয়াৰম্যান হোৱাত বিশ্বৰ অন্যান্য দেশে ইতিমধ্যে ঈৰ্ষা কৰিছেই এই বিলাক কথাও আমি পাহৰি যাব নালাগিব। আজি দেশখনত কি ঘটিছে? বহুত কেইজন মাননীয় সদস্যই কৈ গৈছে যে ঘটনা বিলাক একেধৰণৰ নহয়। কৰবাত কোনোবাই মাটিৰ কাজিয়া কৰিছে, কোনোবাই সীমাৰ কাজিয়া কৰিছে। ইটোৰ লগত সিটোৰ মিল নাই বুলি কৈছে। ৰাজ্যপালৰ ভাষনত এটা দফাত কৈ গৈছে যে অসমত যি দুৰ্ঘটনা ঘটিছে তাত বহুতো দলং পুৰি চাৰখাৰ কৰিছে, ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিছে। তাৰ আশু ব্যৱস্থাৰ কথাও ৰাজ্যপালে উল্লেখ কৰিছে। অসমত বিভিন্ন ভাষা-ভাষীৰ ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহে বস-বাস কৰে। আৰু এওঁলোকৰ মাজত এটা সুন্দৰ সম্প্ৰীতিয়ে বিৰাজ কৰিছিল। আমি আশা কৰিছো এই মিলা-প্ৰীতি সম্ভৱ পুনৰ অসমলৈ ঘূৰি আহিব। মই আততেই কৈছো এইখন দেশত বহুকেইজন মহাপুৰুষে জন্ম গ্ৰহণ কৰিছে। আগতে অসমত কেতিয়াও এইধৰণৰ কাজিয়া হোৱা নাছিল আৰু শুনা নাইও। মই আজি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজলৈ তথা আন্দোলনকাৰী সকললৈ বিনীত ভাৱে অনুৰোধ কৰিছো যে অসম খনত পুনৰ শান্তি বিৰাজ কৰাৰ কাৰণে, নদন-বদন হোৱাৰ কাৰণে সকলোৱে মিলি আমি প্ৰচেষ্টা কৰো তাৰ কাৰণে আহবান জনালো।

ৰাজ্যপালৰ ভাষণত অসমত কুৰিদফীয়া আচনিৰ যোগেদি আৰু কিছু যে নতুন আঁচনি লোৱা হৈছে তাৰ আভাস দিছে। এই আঁচনিবিলাকৰ যোগেদি নিবনুৱা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সহায়ক হব। এই আঁচনিবিলাক ক্ষিপ্ৰ গতিত ৰূপায়িত কৰিবলৈ মই নতুন চৰকাৰক অনুৰোধ জনালো। বৰ্ত্তমান শান্তি-সম্প্ৰীতিৰ নামত কাগজ-পত্ৰই অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান বিলাক আহ্বান জনাইছে আৰু দুষ্কৃতি কাৰ্য্যক গৰিহনা দিয়া প্ৰতি-বাদ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো এইটো এটা সুখৰ বিষয়। ঠিক তেনেধৰণে যিবিলাক নিৰীহ আৰু নিস্পেষিত লোক তেওঁলোকৰ মাজত পুনৰ আগৰ দৰে মৰম, চেনেহ, সদভাৱ যাতে ঘূৰাই আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আশ্বাস দিব লাগে। সদনত বিভিন্ন জন সদস্যই বিধায়ক সকলৰ দল এটাই লগতে অন্যান্য ৰাইজক লগতলৈ বিভিন্ন ঠাইত ভ্ৰমণ কৰি সকলোকথাৰে মুল্যায়ণ কৰাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিছে মইও এই পৰামৰ্শত একমত। কৰ্মচাৰী সকলৰ কথা ভালেকেইজন মাননীয় সদস্যই

উল্লেখ কৰিছে। বহুত সময়ত যে বাধ্যবাধকতাৰ ওপৰত যে তেওঁলোকে কাম কৰিব-লগীয়া হৈছে সেইবোৰ কথা মই উল্লেখ নকৰিলেও হব। মই মাত্ৰ চমুকৈ কৈ ৰাখিলে।

ৰাজ্যপালৰ ভাষণত তিনি লাখ মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে। চৰকাৰে তেওঁলোকক ৫ হাজাৰ টকা আৰু ওপৰঞ্চি সহায় সহযোগ দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যপাল মহোদয়ে খেতিয়ক সকলৰ বয়স্ক পেঞ্চন দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। এই সকলোবিলাক কথা যাতে সোনকালে কাৰ্য্যকৰী হয় তাৰ বাবে মই নতুন চৰকাৰক টানি অনুৰোধ জনালো। বৰ্ত্তমান অৱস্থাত কোনে কি কৰিছে সেই সকলোবিলাক কথ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চোৱা উচিত। এইখিনিকে কৈ অসমৰ যি ঐতিহ্য, মৰম, চেনেহ ভাতৃত্বৰ ভাব আৰু ভাগি যোৱা ঘৰখন যাতে পুনৰ প্ৰতিষ্টিত হয় তাৰ বাবে আশা কৰি ৰাজ্যপালৰ ভাষণক সমৰ্থন জনাই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিলো।

Mr. Chairman : Now, Mr. Kaizasong will speak.

Mr. Kaizasong : Hon. Chairman, Sir, I want to bring into light a scene of Karbi Anglong district. There is a conspiracy,a rumour that the General Election of Karbi Anglong district Council due to be held in the month of May is proposed to be extended for another one year. Concerning this, I want to say about the Karbi Anglong scene before the Government. Disturbance may take place in Karbi Anglong district. The present term of the District Council is going to be expired on the 5th of May. There is a rumour among the public that the Council is going to be extended for another one year. I think, it is against the right of the public and an exploitation of rights of the public. So, in view of this the Karbi Anglong people like to hold election in due time, so that the people may exercise the voting rights as it is. If it it extended, our rights will be ezploited for one year; and this extension. we think, is not a necessity. At the schedule time we must hold election as democratic norms are followed in a democratic country. In Karbi Anglong district so to say, the disturbance has nothing to do to hinder election. Since election in Assam was held in disturbances which is quite good, why the Karbi Anglong election is not held ? It is only to down the minorritics. In 1982 January 15th they submitted a memorandum demanding separate State comprising Karbi Anglong N. C. Hills' Tribal dominatiny area of Ludding and Jaglabana of Nowgong District Especially, in Karbi Anglong they claim that there is only two tribes, Karbis and Demasas. But there are so many minor tribes like hill tribes and plains tribes in Karbi Auglong. There are 29 communities. Leaving these two communities there are 27 communities. We the 27 communities who are left out, form one Karbi Anglong

minority Communities party. We are strong enough by this time. So in fear, that we may capture the District Council, they want to extend the scheduled time of election. And they may equally delete the names of indigenous Bengalees, Deshwalis, Kukis, Nagas, Paites Hmars and so on The problem we are facing is this—here you are saying, everybody is saying our problem is to deport foreigners bu in Karbi Anglong we are all treated as foreigners. That is why, we demand of the Government that the District Concil election should be held in due time, so, that the people of that area may exercise their voting right You can see the situation no unpleasantness, no quarrelling nothing at all, except step-mothely treatment. We are treated as foreigners. I, myself one of the hill tribals residing in Singhoshan pahar since time immernoable but since 1979 our area Singhashan Pahar, 62 square miles, is made a reserve and they say we are encroachers. But since long we are there. Again and again I approach the District Council authority but got no answer and I was compelled to file a case in the High Court. In 1982, at the time of harvest some politicians in Karbi Anglong, made some committees and instigated the local people to go and harvest of their paddy by force. Then many people went and harvested the crops of Bengalees and Hindustanis. They said it is not your land it is not your field, so why should not we get its fruits. Then there was 'maramari'. Few Bengalees were injured and their eyes were broken. When they approached the Bokulia thana they said they cannot go against the Karbis. Then they approached their MLA Gandhi Ram Timung but he said I am no more a Minister so I cannot help. There are some 1500 Karbis and against so many Karbi peaple how can I go to your MDC. But the MDC said what your MLA cannot do how can I do that. Seeing the unity of the minorities they want to extend the time for the ensuing election. They may do something against these 27 communities. You said we are all Assamese I accept that. Your problem and my problem is the same actual foreigners must be deported.

Mr. Speaker : Try to conclude before time.

Shri Kaizasong—Considering all these I request Government to look into the matter and not to extend the time for the ensuing election, Thank you.

Mr. Speaker—It is going to be 5 PM. Now, the hon'ble Chief Minister will give a statement.

শ্ৰীহিতেশ্বৰ শইকীয়া (মুখ্যমন্ত্ৰী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মাননীয় সদস্য বৰ্গ,

যোৱা ২৩ মাৰ্চৰ দিনা অসম নগালেণ্ড সীমান্তৰ এঠাইত সংঘটিত ঘটনা সম্পৰ্কে মই এটা বিবৃতি দিব খুজিছো। সেইদিনা পৰা ৮ মান বজাত শিৱসাগৰ জিলাৰ সৰু চামাৰ পুলিচ থানাৰ অন্তৰ্গত দগাওঁত কিছু অসমীয়া আৰু নগা মানুহৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয়। প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদনৰ পৰা দেখা যায় যে, এটুকুৰা মাটিক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই সংঘৰ্ষ ঘটিছিল। হাতত থকা তথ্য মতে নগা সকল আহিছিল থেকচো-চেমা বস্তিয়া পৰা। বাতৰি মতে এজন নগা লোকে তেওঁৰ বন্দুকেৰে গুলি চালনা কৰাৰ ফলত জীৱ ভূঞা নামৰ লোক এজনৰ মৃত্যু হয়। অইন্য ৭জন আহত হয়; তাৰে ৪ জন অসমীয়া আৰু ৩জন নগা। বাতৰি পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ এটা দল লৰালৰিকৈ ঘটনা স্থলীলৈ যায়। বাটত আৰক্ষী দলটোক নগা গঞা লোকৰ দল এটাই আক্ৰমণ কৰে। আত্মৰক্ষাৰ বাবে আৰক্ষী দলটোৱে দুই জাই গুলি মাৰে। অৱশ্যে তাত কোনো হতাহত হোৱা নাছিল। আহত সকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে সৰু পথাৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী দলে ব্যৱস্থা কৰে। সৰু পথাৰ আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ তৰা হৈছে আৰু তদন্তৰ বাবে লোৱা হৈছে।

ৰাজ্যখনৰ নগালেণ্ড সীমান্তবৰ্ত্তী অঞ্চলটোৰত যোৱা কিছুদিনত কিছু ঘটনা ঘটি আছে। বিষয়টো নগালেণ্ড কৰ্ত্তৃপক্ষইৰ সৈতে যোগাযোগ পৰ্য্যায়ত উত্থাপন কৰা হৈছে। আৰু উত্তেজনা নিৰসনৰ বাৱে আৰু উভয় ৰাজ্যৰ সীমান্তত থকা বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ বাইজৰ মাজত শান্তি-পূৰ্ণ পৰিবেশ আৰু সৎভাৱ অক্ষুণ্ণৰখাৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে অনুৰোধ কৰা হৈছে। ৰাজ্য দুখনৰ উমৈহতীয়া স্বাৰ্থৰ বিভিন্ন বিষয় আলোচনাৰ বাবে যথাসাধ্য সোণকালে নগালেণ্ড মুখ্যমন্ত্ৰীক মই লগ কৰিম। ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগতে থকা সীমান্তবিষয়ক মতানৈক্য আলোচনাৰ মাজেৰে শান্তিপূৰ্ণ্য ভাৱে মীমাংসা কৰিবলৈ আমাৰ দায়বদ্ধতাৰ কথা মই দোহাৰিব খুজিছো।

Mr. Speaker : The House now stands adjourned till 9 a.m. tomorrow 25th March 1983.

ADJOURNMENT

The House rose at 5.03 P.M. and stood adjourned till 9. A. M. on Friday, the 25th March, 1983.

Dated Dispur :
The 24th March, 1983

P. D. BARUA,
Secretary,
Assam Legislative Assembly.

AGP. No.1051/84 L.A.–1400–29-4-85